ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৩ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লকডাউনে ছাড় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, শর্ত মেনেই খুলল দোকান

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): রমজান মাসের শুরুতেই খানিকটা স্বস্তি! সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে, সাধারণ দোকানকে এবার লকডাউনের আওতার বাইরে রাখার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শনিবার থেকেই শর্তসাপেক্ষে জরুরি পরিষেবা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি ছাড়াও, সাধারণ দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যদিও করোনা হটস্পট বা কনটেইনমেন্ট এলাকাগুলিতে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে একাধিক বা নির্দিষ্ট একটি ব্র্যান্ডের শপিং মল খোলা যাবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায়। অনুমতি সাপেক্ষে যে সমস্ত দোকান খোলা হবে, তাদেরকেও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে দোকানগুলি খোলা যাবে। পাশাপাশি সকলকে মাস্ক পরতে হবে এবং সামাজিক দূরত্বও বজায় রাখতেই হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই নির্দেশিকায় ফলে খানিকটা স্বস্তি পেলেন দেশের সাধারণ মানুষ। শনিবার সকাল থেকেই শর্ত মেনে খুলেছে হার্ডওয়ার-সহ অন্যান্য দোকান।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে গত ২৪ মার্চ রাত বারোটা থেকে গোটা দেশে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু, করোনা-সংক্রমণ থামা তো দূরের কথা, আরও বাড়তেই থাকে। এরপর ৩ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয় লকডাউনের মেয়াদ। ২৪ মার্চ থেকে শুরু হওয়া লকডাউনের এক মাস সম্পূর্ণ হয়েছে শুক্রবার। শুক্রবার গভীর রাতের নির্দেশিকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শর্ত মেনে খোলা যাবে সমস্ত দোকান। পুরসভার আওতায় থাকা সমস্ত জনবসতি, আবাসন কমপ্লেক্সের দোকান, এমনকি স্ট্যান্ডঅ্যালোন দোকানও খোলা যাবে। তবে, শপিং মল কোনওভাবেই খোলা থাকবে না। হটস্পট এলাকাগুলিতেও কোনও দোকান খোলা থাকবে না। ৫০ শতাংশ কর্মীকে নিয়ে দোকান চালাতে হবে। মানতে হবে সুরক্ষা বিধি , ব্যবহার করতে হবে মাস্ক। বেচা-কেনায় সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

অবশেষে খানিকটা স্বস্তি পেল দেশের সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে সমস্ত ধরনের দোকান খোলার অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে, গ্রামীণ অঞ্চলে যে সমস্ত শপিং মল রয়েছে তা খোলা যাবে না। মার্কেট, মার্কেট কমপ্লেক্সে অবস্থিত দোকান খোলা যাবে না। মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা থাকছেই। এছাড়াও প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে ই-কমার্স কোম্পানিগুলিকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, শহরাঞ্চলে আবাসন কমপ্লেক্সের দোকান, এবং পাড়ার দোকান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা মুক্ত দ্বিতীয় রোগীকে ছাড়া হল হাসপাতাল থেকে, থাকবেন কোয়ারেন্টাইনে

হাত তালি দিয়ে বিদায় জানালেন স্বাস্থ্য কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। করোনা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য আজ তাঁকে স্বাস্থ্যকর্মীরা হাত তালি দিয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় দিয়েছেন। সকলে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেনউ হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে বসে তিনি সকলকে লকডাউনের সমস্ত নিয়ম পালন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পেরে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ভীষণ খুশি। একই সাথে করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীও সুস্থ হয়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হওয়ার পর আজ দ্বিতীয় রোগীকে টিএসআর হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে রওয়ানা করার পর ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার ডা. বিশ্বজিৎ সূত্রধর বলেন, আজ আমরা ভীষণ খুশি। প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনা আক্রান্ত রোগীকে আমরা সুস্থ করতে পেরেছি। তাঁর কথায়, ওই রোগীর রিপোর্ট পরপর নেগেটিভ আসার ফলে আজ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এখন উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৪ দিন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তিনি বলেন, ওই রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদেরও এখন ১৪ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউস-এ তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ৩ জন চিকিৎসক, ২ জন পুরুষ নার্স, একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং একজন রেডিওগ্রাফার সহ সাফাই কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে আজ থেকেই।

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীকে সুস্থ্য হওয়ার পর শনিবার হাসপাতালে থেকে ছুটি দেয়া হয়। ছবি নিজস্ব।

ওই রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ডা. সুব্রত ভৌমিক বলেন, করোনা আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত আমরা। তার চেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে, ত্রিপুরায় নতুন কেউ করোনা আক্রান্ত হননি। তিনি বলেন, আমরা আজ কোভিড কেন্দ্রটি বন্ধ করে যাচ্ছি। প্রার্থনা, পুনরায় ওই কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনীয়তা না হোক। তাঁর কথায়, আজ ওই কেন্দ্রটি স্যানিটাইজ করে বন্ধ রাখা হবে। তিনি ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, বাড়িতে থাকুন, তবেই সুরক্ষিত আপনারা।

এদিকে, ওই রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে যাওয়ায় ভীষণ খুশি সাফাই কর্মীও। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা পুলিশের প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় একদিকে স্বাস্থ্য কর্মীরা দিনরাত খাঁটছেন। অন্যদিকে, ত্রিপুরা পুলিশও রাজ্যবাসীর সহায়তায় নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। তেমনি এক তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্যে দেখা গেছে, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা পুলিশ ১৮,৫৫৬টি মাস্ক নিজেরা বানিয়েছেন এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছেও দিয়েছেন। লকডাউন চলাকালীন এখন পর্যন্ত ৩২,৬৯০ প্যাকেট রান্না করা খাবার মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছেন তাঁরা। এখানেই শেষ নয়, ৯০৪৬ জনকে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ।

ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সংক্রমিত স্থান থেকে এসেছেন তাদের খুঁজে বের করে কোয়ারেন্টাইন করা। সে-বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশের আধিকারিক কর্মীরা ২৯৭৫ জনকে খুঁজে বের করে কোয়ারেন্টাইন করেছেন। তবে কারোর শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিকে। সেই লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্য এবং করোনা মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায়ে ১২৬টি বাজার স্থানান্তরিত করতে পুলিশ অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তা-ই নয়, ৩৭৮ জন প্রবীণ নাগরিককে পুলিশ নানাভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া লকডাউন অমান্যকারী ১৮৮১ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা পুলিশের এই ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, করোনা মহামারির প্রকোপে সারা দেশে লকডাউন চলছে। সকলে যাতে বাড়িতে থাকেন, তার জন্য পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। রাজ্যে ফের এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার নিজের বাড়ির বাথরুমে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মোহনপুরের উত্তর ছেচুরিয়া গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম সুপ্রিয়া বিশ্বাস। তার স্বামী সুজিত সরকার। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ি নরসিংগড়ে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের পারিবারিক কলহ চলছিল। শনিবার সকালে বাথরুমে গৃহবধূ সুপ্রিয়া বিশ্বাসের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দাবি, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে সুপ্রিয়া আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু মৃতার বাপের বাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭৭৫ আক্রান্ত ২৪,৫০৬ জন

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)।। মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের হানা ঠেকানোই যাচ্ছে না। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। শনিবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় ২৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৭৭৫ জনের। করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,০৬৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৪২৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৭ জনের। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৪, ৫০৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১৮,৬৬৮)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৭৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,০৬৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৭৭৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৫৩ জনের, গুজরাটে ১২৭ জনের, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে গণবন্টনের চাল উদ্ধার পানিসাগরে, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ এপ্রিল।। করোনার আতঙ্কে যখন গোটা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন আর সেই লকডাউনকে হাতিয়ার করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা দিনদুপুরে সরকারি চাল পাচারে মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন।একদিকে যখন গরিবদের পেটে অন্নের অভাব অপরদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের সরকারি চাল আত্মসাৎ করে বাঁকা পথে পাচার করে আসছেন এমন বুড়ি বুড়ি অভিযোগ রয়েছে। তেমনি এক জল জ্যান্ত প্রমাণ মিললো পানিসাগর থানা এলাকায়।

আজ সকাল ১১ টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে উত্তর জেলার ফুড ইন্সপেক্টর তরুণ তালুকদার ও পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমা পানিসাগর থানাধীন জলেবাসা ট্রাই জংশন এলাকায় উত পেতে বসে থাকেন। ঠিক তখন একটি মালবাহী বলেরও গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ বস্তা চাল উদ্ধার করেন। এই বিপুল পরিমাণ চাল গুলির কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকাতে পানিসাগর পুলিশ বিপুল পরিমাণ চাল বাজেয়াপ্ত করে। সাথে বোলেরো গাড়ি, গাড়ীচালক বিকাশ দেবনাথ (৩২), ও সাথে চালকের সাথে থাকা শিবরাম রিয়াং (৩১) এবং লক্ষণ জয় রিয়াং (২৮)কে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি পানিসাগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে চালকসহ গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে পানিসাগর থানা প্রাথমিক তদন্তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্সে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে চেন্নাই থেকে রাজ্যে ফিরছেন বহু পরিবার

লকডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ এপ্রিল।। চিকিৎসা করাতে গিয়ে লকডাউন-এ আটকা পড়া ত্রিপুরার আরও তিন পরিবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে রাজ্যে ফিরেছেন। এক পরিবার ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় এবং বাকি দুই পরিবার ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়ে চেন্নাই থেকে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সমস্যার কারণে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তাই, বাধ্য হয়ে প্রচুর টাকা ভাড়া দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রাজ্যে ফিরেছেন, জানালেন জম্পুইজলার বাসিন্দা সমরেশ দেববর্মা। তিনি মায়ের চিকিৎসার জন্য চেন্নাই গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার আরও অনেকেই সেখানে ফেঁসে গেছেন। খাবারের অভাবে ভুগছেন তাঁরা।

শনিবার সমরেশ দেববর্মা বলেন, গত ৬ মার্চ মায়ের চিকিৎসার জন্য চেন্নাই গিয়েছিলাম। কিন্তু লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় বিমানের টিকিট বাতিল হয়ে যায়। ফলে তাঁরা সেখানে আটকা পড়েন। তাঁর কথায়, চেন্নাইয়ে খাবারের ভীষণ সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় হচ্ছিল না। শেষে হাসপাতালের সহযোগিতায় অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ত্রিপুরায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। তিনি বলেন, গত ২১ এপ্রিল মা ও বাবাকে নিয়ে চেন্নাই থেকে রওয়ানা দিয়েছিলাম। আজ রাজ্যে পৌঁছেছি। টিএন ২৩ এএম ৪২০৯ নম্বরের অ্যাম্বুলেন্সে ত্রিপুরায় পৌছতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে, বলেন তিনি।

তিনি জানান, ত্রিপুরার আরও দুই পরিবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়ে ফিরছেন। তবে তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া বেশি গুনতে হয়েছে। তাঁর কথায়, তাঁরা প্রত্যেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়েছেন। তিনি বলেন, চেন্নাইয়ে ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। ফলে বাধ্য হয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিতে হয়েছে। তাঁর দাবি, চেন্নাইয়ে এখন অ্যাম্বুলেন্সের ভীষণ চাহিদা। কারণ, অনেকেই সেখানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকে পড়েছেন।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেও চেন্নাই থেকে ত্রিপুরার দুই পরিবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়ে রাজ্যে ফিরেছেন। আজ আরও তিন পরিবার এভাবেই রাজ্যে ফিরছেন।

ঝড়ের ঝাপ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৫০৮টি বসতঘর ২৯টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত ২৪৯৯ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। করোনা প্রকোপের মাঝেই কালবৈশাখীর ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছে ত্রিপুরাবাসীর। ত্রিপুরার ৮ জেলায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, খোয়াই এবং সিপাহিজলা জেলায় মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। গত ২২ এপ্রিল ঝড়ের কারণে ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ২৯টি ত্রাণ শিবিরে ২৪৯৯ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে, চলতি মাসে এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ঝড়ে ৬৫০৮ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলোতে খাবার সামগ্রীর বন্দোবস্ত করেছে ত্রিপুরা প্রশাসন। সাথে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সিপাহিজলা জেলায়। তবে, অন্যান্য জেলায়ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহাত কম নয়। সিপাহিজলা জেলায় ২৭১৪টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৫২৭টি, দক্ষিণ জেলায় ১৩১টি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮৯৮টি, খোয়াই জেলায় ৫৭৪টি, ঊনকোটি জেলায় ৪৩৩টি, গোমতি জেলায় ৪৯৩টি এবং ধলাই জেলায় ৭৩৮টি বসতঘর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, সিপাহিজলা জেলায় ঝড়ের কবলে পড়ে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

এদিকে, ঝড়ের প্রকোপে খোয়াই জেলায় ৭টি এবং সিপাহিজলা জেলায় ২২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তাতে খোয়াই জেলায় ৯৭ পরিবার এবং সিপাহিজলা জেলায় ২৪০২ পরিবার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিপূর্বে সিপাহিজলা জেলায় ১৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। কিন্তু, পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ওই জেলায় আরও ৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে খোয়াই জেলায় একটি ত্রাণ শিবির বন্ধ করা হয়েছে।

লকডাউন আগরতলায় প্রচুর রিক্সা, টমটম ও অটো আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। লক ডাউনকে উপেক্ষা করে অন্যান্য দিনের ন্যায় শনিবারও রাজধানীর রাজপথ সহ বিভিন্ন গলি রাস্তায় বেরিয়ে পরে বহু রিক্সা। তবে এইদিন আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিনা কারনে যে সকল রিক্সা চালক এইদিন রাজধানীতে বেরিয়েছে তাদেরকে আটক করে রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে বসিয়ে রাখা হয়।

সকাল থেকে আরক্ষা প্রশাসনের অভিযানের ফলে এইদিন বহু রিক্সা চালককে রিক্সা সহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এইদিকে যে সকল রিক্সা চালককে রিক্সা সহ আটক করা হয়েছে তাদের কারো বক্তব্য তারা রোগী নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। আবার কোন কোন রিক্সা চালকের বক্তব্য এক মাস যাবত রিক্সা চালাতে পারছে না তারা। ফলে তাদের রুটি রোজগার নেই। সংসারের চাকা থমকে যাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রভাবে রমজান মাসে মসজিদে ইফতার বাতিল

নামাজে বিধিনিষেধ মানা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরায় রমজান মাসে মসজিদে ইফতার বাতিল এবং নামাজ পড়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মৌলানা মুফতি তৈয়ীবুর রহমান লকডাউনে সরকারের সমস্ত নির্দেশিকা পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন। তাই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রমজান মাসে প্রথম রোজা আজ। এ-বিষয়ে তৈয়ীবুর রহমান বলেন, করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের কারণে সমস্ত ধর্মীয় স্থানে জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই, সামাজিক দূরত্ব মসজিদে ৪-৫ জন তারাবি নামাজ পড়তে পারবেন। অন্যরা বাড়িঘরে তারাবি নামাজ পড়বেন। সরকারি নির্দেশ মেনে মসজিদে মাস্ক পরে তারাবি নামাজ পড়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সকলের কাছে রমজান মাসে রোজা রাখতে গিয়ে লকডাউনের সমস্ত নির্দেশিকা পালন করার অনুরোধ জানিয়েছে জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ।

গেঁদু মিয়ার মসজিদে নামাজ আদায়। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিন তিনি বলেন, বাড়িতে তারাবি নামাজ পড়ার সময় ৪-৫ জনের বেশি যেন না হয় সে-দিকে খেয়াল রাখার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সমস্ত মসজিদে ইফতার বাতিল করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, লকডাউনে জনসমাগম নিষিদ্ধ। কিন্তু, ইফতার পালন করা হলে জনসমাগম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৯৫৬টি মসজিদ রয়েছে। প্রত্যেক বছর রমজান-এর রোজা শুরু হতেই রাতে তারাবির নামাজ পড়া হতো। কিন্ত করোনার প্রভাবে এ বছর তা সম্ভব হচ্ছে না আপাতত। ৩ মে লকডাউন উঠে গেলে নতুন করে এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। এদিন তিনি জানান, গতকাল সোনামুড়া রাজস্ব দফতরের ডাকবাংলোয় মহকুমাশাসক এবং ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে রমজান মাসে রোজা পালনের বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে করোনার জের, জিরো পয়েন্টে স্যানিটাইজ শুরু পণ্যবাহী গাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল।। বাংলাদেশে করোনা-র প্রকোপ বেড়েছে। তাই শনিবার থেকে বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা সমস্ত গাড়ি আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট-এ জিরো পয়েন্টে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

ল্যান্ড পোর্ট-এর কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ আধিকারিক এ-বিষয়ে বলেন, করোনা প্রকোপের মাঝেও পণ্য পরিবহণে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। তাই বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত পণ্য এসেছে ত্রিপুরায় ।তাঁর কথায়, গত ২৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৬ গাড়ি শুকনা মাছ, ৬২ গাড়ি সোয়াবিন তেল, ২ গাড়ি বিস্কুট এবং আজ ১১ গাড়ি কয়লা এসেছে। তিনি বলেন, ইটভাট্টা চালু হয়েছে ত্রিপুরায়। তাই, আজ কয়লা আমদানি হয়েছে বাংলাদেশ থেকে।

করোনা-র প্রকোপ নিয়ে গোড়া থেকেই সুরক্ষাবিধি মেনে চলা হয়েছে। তাই, গতকাল পর্যন্ত প্রতিদিন বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়ি ফিরে যাওয়ার পর সমস্ত ল্যান্ডপোর্ট স্যানিটাইজ করা হয়েছে, বলেন তিনি। কিন্ত, আজ থেকে জিরো পয়েন্টে স্যানিটাইজ করার পর পণ্যবাহী গাড়ি ত্রিপুরায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে, বলেন ওই আধিকারিক। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে, বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমন-কি শুধুমাত্র চালককেই ত্রিপুরায় গাড়ি নিয়ে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, চালক গাড়ির ভেতরেই থাকেন। তার মধ্যেই গাড়িটি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই বাংলাদেশ থেকে আসা প্রত্যেক পণ্যবাহী গাড়ি স্যানিটাইজ করা হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৯৫ ▫ ২৬ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ১৩ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বাস্থ্যে লুট বাণিজ্য

ইহা নতুন কাহিনী নহে, যুগে যুগেই স্বাস্থ্য দপ্তরে লুট বাণিজ্য চলিয়া আসিয়াছে। এই দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবায় যতখানি তৎপর তাহার চাইতেও বেশী লুট বাণিজ্যের ইতিহাস গড়া। যুগে যুগে সেই ইতিহাস আছে। সেই সত্তরের দশক হইতে এখন পর্য্যন্ত এই স্বাস্থ্য দপ্তরের ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া কোটি কোটি টাকা বাণিজ্য করিয়াছেন অনেকেই। স্বাস্থ্য দপ্তরের লক্ষ্মীর কৃপা যাহার উপর বর্ষিত হবে তাহার ভাগ্য রাতারাতি বদল হইয়া যাইবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে তো চোর ডাকাতরা অনেক বেশী সক্রিয়। এই মিশন স্বাস্থ্য পরিষেবায় যতখানি না উদ্যোগী তাহার চাইতে অনেক বেশী সক্রিয় লুট বাণিজ্য চালাইতে। যদি নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে লুট বাণিজ্য কি ভয়ংকর ভাবে চালু আছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্থাপিত অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। তদন্তের জন্য প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারীক কিরণ গিত্তে ও তনুশ্রী দেববর্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।

করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলিয়াছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়া কেলেংকারীর বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিতহয়। দুর্নীতির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়া স্পষ্ট করিয়া দিলেন যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও সমঝোতায় যাইতে চায় না সরকার। অভিযুক্তদের অপসারণ ও তদন্তের নির্দেশে সাধারণ জনমনে কিছুটা হয়ত আশা জাগাইয়াছে। বিশ্বজুড়িয়া যখন করোনার বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থলুলোপ একশ্রেণীর অফিসার কলংকিত ইতিহাস গড়িয়া দিয়াছেন। করোনায় আজ দেশ বিশ্ব বিপন্ন। লক ডাউন ইত্যাদি কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হইয়াছে দেশ। ইহাতে যেখানে দেশবাসী চরম বিপন্ন তখন তাহাদের জন্য আনা সামগ্রী নিয়া দুর্নীতির ঘটনা যাহারা ঘটাইতে পারে, তাহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে কঠিন শাস্তি তাহাদের দিতেই হইবে। কারণ তাহারা মানুষ নয় অর্থলুলুপ নরপিশাচ। আজ করোনাা মোকাবেলা করিতে গিয়া ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীর ডিএ হাত পড়িয়াছে। এখন কঠিন সরকারী ব্যয় সংকোচনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে সরকার। করোনার বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধে তো রাজ্য সরকার অন্য সব প্রকল্প সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিয়াছে। ব্যয় সংকোচনের কারণে রাজ্যে সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ হইবে না। এইসব কাজের সঙ্গে যাহারা জড়িত তাহাদের জীবনেও অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর সাধনায় সাফল্য কবে হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। তবে, করোনা মোকাবেলয় যে সর্বাত্মক উদ্যোগ বা পদক্ষেপ জারী আছে সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হইবে। সেখানে কোনও আপোষ নয়। করোনা যুদ্ধে সাফল্য পাইতে হইলে স্বাস্থ্য দপ্তর ও এনএইএমকে দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে। এক্ষেত্রে কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হইবে না।

সংকটময় পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত ব্যক্তিরা এগিয়ে আসুন, আবেদন মেয়রের

কলকাতা, ২৫এপ্রিল (হি. স.): জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। শনিবার এমনটাই আহ্বান করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। উল্লেখ্য, করোনা সংকটময় পরিস্থিতিতেও যারা নিয়মিত কাজে যোগ দেননি এবার তাদের বরখাস্ত হতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এমনই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করল কলকাতা পুরসভা।ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এ-গ্রেড তালিকাভুক্ত বেশ কিছু স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং চিকিৎসকরা রয়েছেন এই তালিকায়। তবে শুধু মেডিক্যাল অফিসার নয়, শাস্তি পেতে চলেছেন স্বাস্থ্য কর্মীরাও। এমনকি বেশকিছু মেডিকেল অফিসারদের ছাঁটাইয়েরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে।সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই যে সমস্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীরা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পরিষেবায় যোগ দেন নি তাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। দ্রুত কাজে যোগ না দিলে তাদের বরখাস্ত করা হবে বলে জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে ওই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের। প্রসঙ্গত, বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। এই প্রস্তাব ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন মেয়র। বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে পুর কমিশনার খলিল আহমেদেরও। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একটা বড় অংশের মেডিক্যাল অফিসার, গ্রুপ- এ পদমর্যাদার এই সময়কালে নিয়মিত কাজে যোগ দেননি। তার জেরে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ, জরুরী পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিন স্বাস্থ্য বিভাগের আরও একটি চিঠিও প্রকাশ্যে আসে। সেটি মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষের সই করা প্রস্তাব।এদিন এই প্রস্তাবটিও অনুমোদন করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রে, লকডাউন সময়কালে যারা অনুপস্থিত থেকেছেন তাদের বেতন কেটে নেওয়া হবে। এছাড়াও বর্ধিত বেতনের নির্দেশ স্থগিত করা হবে। এমনকি কাজ থেকে বহিষ্কারও করা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে এই চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম থেকে লকডাউন চলাকালীন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সুবিধার্থে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় উপরমহলের কর্তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা এবং বাকিদের জন্য গাড়ির তেলের খরচা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত চিকিৎসক দূরে থাকেন তাঁদের শহরের কোন হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকেই তাদের দিয়ে আসা নিয়ে আসা করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। এমনকি চিকিৎসক নিজে যেতে চাইলেই তার বিল মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এরপরেও একটা বড় অংশের মেডিক্যাল অফিসারা এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরিষেবা দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। একইভাবে কাজ থেকে বিরত থেকেছেন বেশকিছু স্বাস্থ্যকর্মীরাও।এর ফলে ব্যাহত হয়েছে শহরের স্বাস্থ্যপরিসেবা। বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষকে। তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে কলকাতা পুরসভা। উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ কন্ট্রাকচুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, লক ডাউন চলাকালীন যে সমস্ত স্থায়ী মেডিকেল অফিসাররা কাজে যোগ দেননি তাদের বরখাস্ত করা হবে। অন্যদিকে ছাঁটাই করা হবে চুক্তিভিত্তিক মেডিকেল অফিসারদের। শহরে করোনা মোকাবেলায় যে কোনোভাবেই আপস করা হবে না, তা এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট করে দিল কলকাতা পুরসভা।

হুগলিকে তক্ষক উদ্ধার

হুগলি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : হুগলীর ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুর এলাকায় উদ্ধার হল একটি তক্ষক। দেবানন্দপুরের লোকালয়ের মধ্যেই একটি ফাঁকা জয়গায় কয়েকদিন ধরেই সাপের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল বলে খবর দিচ্ছিলেন সেখানকার মানুষরা। সেই মত তারা খবর দেন বন্য প্রাণী প্রেমী চন্দন সিংকে। হুগলী জেলায় চন্দন সিং কে প্রশাসন থেকে সাধারন মানুষ প্রায় সকলেই চেনেন। শনিবার বেলার দিকে সেখানে গিয়ে প্রানীটির শব্দ শুনে বুঝতে পারেন এটি তক্ষক। শব্দ তাক করেই সেটিকে ধরেন চন্দন। খবর দেওয়া হয় ব্যান্ডেল ফাঁড়ি ও বনদপ্তরে। পরে বনদপ্তরের কর্মীরা এসে প্রানী টিকে নিয়ে যান। চন্দনের মতে তক্ষক বা গেঁকো নামের এই প্রানী আদপে অতি ভীত প্রাণী। বহু মূল্যবান এই প্রানীর মূল্য অনেক। হয়ত বা কেউ এটি পোষার জন্য এখানে এনেছিলেন বলেই অনুমান চন্দনের।

কে ছড়াচ্ছে ঘৃণার ভাইরাস

আর কে সিনহা

কংগ্রেসের অন্দরে কার্যসমিতির বৈঠকের যে পরম্পরা ছিল, তা বর্তমানে প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু গোটা দেশে লকডাউন জারি হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের অন্দরে দুইটি কার্যসমিতির বৈঠক হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস এত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছে কেন। আসলে কংগ্রেসের হাতে কোন রাজনৈতিক ইস্যু নেই।ইতালি, স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ব্রিটেন এবং আমেরিকার মতো অতি-শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী দেশগুলির তুলনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কীভাবে ভারত এত ভাল করছে সেটা সোনিয়া গান্ধী এখনো বুঝতে পারছে না। সেই কারণেই তিনি উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। তিনি জানিয়েছিলেন, 'সঙ্কটের সময় বিজেপি ঘৃণার ভাইরাস ছড়াচ্ছে।' এখন এর কারণ কী। মহারাষ্ট্র- এ বর্তমানে কংগ্রেসের সমর্থনে রাজ্য সরকার চলছে। সেই রাজ্যের পালঘরে ২০০ থেকে ৩০০ জন একত্রিত হয়ে দু''জন গেরুয়া ধারী সাধুকদের পিটিয়ে মেরে ফেলল।এ নিয়ে প্রশ্ন করলেই সেটি সোনিয়া গান্ধীর কাছে ঘৃণার ভাইরাস হয়ে যায়। কংগ্রেসের কোনও নেতা এই নর সংহারের নিন্দা করেননি। যদি গোটা দেশে কোনও পাদ্রীকে হত্যা করা হতো তবে গোটা দেশে কংগ্রেস সেটিকে দ্রুত জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করত। তখন সেটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগে কোনও জনতা যদি কোনও মুসলমানকে হত্যা করে তখনও এটি কংগ্রেসের জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করে।

সেটাও এই দলটির কাছে সাম্প্রদায়িকতা নয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাদের সমর্থিত সরকারের শাসনকালে পালঘরে দুজন সাধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে সেটি কংগ্রেসের কাছে ঘৃণার ভাইরাস হয়ে যায়। দু''জন তথাকথিত কংগ্রেস কর্মী অর্ণব গোস্বামীর মতো স্বাধীনচেতা সাংবাদিককে সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য গাড়ি থামিয়ে তার উপর হামলা চালান। কিন্তু এই ঘটনার নিন্দা কংগ্রেসের তরফে করা হয়নি। উল্টে, অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রায় এক ডজন মামলা দায়ের করেছে তারা। এখন তারা(কংগ্রেস) এতে ঘৃণ্য ভাইরাস দেখতে পায় না। এখন আমি বলব কারা ঘৃণার ভাইরাস ছড়াচ্ছে। এর শুরুটা ১৯২৭ থেকে। ১৯২০ সালের পর থেকে জওহরলাল নেহেরু বেশিরভাগ লন্ডনেই থাকতেন। এটা ঠিক যে তাঁর স্ত্রী, কমলা নেহেরু অসুস্থ ছিলেন। তার চিকিৎসা সুইজারল্যান্ডে চলছিল। পাশাপশি তারা সুইজারল্যান্ডের আবহাওয়া উপভোগ করছিলেন। ১৯২৬ সালের শেষের দিকে, ব্রাসেলসে বামপন্থীদের একটা বড় সমাবেশ ছিল। নেহেরু তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।অংশ গ্রহণ করে তিনি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে মস্কোতে মতিলাল নেহেরু এবং জহরলাল নেহেরুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক বড়ো আয়োজন করা হয়েছিল। এবং এর জন্য একটি বড় ঘটনা ঘটেছিল। পিতা এবং পুত্র উভয় সেখানে গিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে তারা মার্কসবাদী কর্মকাণ্ডে রাশিয়ায় অগ্রগতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মনে মনে তারা ঠিক করেই নিয়েছিলেন যে সুযোগ পেলে ভারতে তারা এই কর্মকাণ্ড প্রয়োগ করবেন। বামপন্থীরা ঘৃণা ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলেন। তাতে এরাই বা কেন পিছিয়ে থাকবেন। ব্রাসেলস এবং মস্কো থেকে ফিরে তারা পুরোপুরি নিজেদের মার্কসবাদী মতাদর্শে নিজেদের পরিণত করেছিলেন।

নিজেদের স্বার্থের জন্য এরা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গিয়েছিলেন। গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজ ভাবনা এবং গান্ধীবাদের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই কাজে তারা সহায়তা পেয়েছিলেন গোরা বামপন্থী ভি কে কৃষ্ণ মেননের। ভি কে কৃষ্ণ মেনন বেশিরভাগ সময় লন্ডনেই পড়ে থাকতেন। ১৯৩৪ সালে নেহেরুর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি এবং নেহেরুর প্রথম বইটি মুদ্রণের দায়িত্ব নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ৫ অক্টোবর গান্ধীজি একটা বেশ লম্বা চিঠি জহরলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন। এই চিঠিটি এখনও সুরক্ষিত রয়েছে। একটি বই রয়েছে 'গান্ধী একটি অসম্ভব সম্ভাবনা।' অধ্যাপক সুধীর চন্দ্র এই বইটি লিখেছেন। এই বইয়ের একটি দীর্ঘ চিঠি রয়েছে। তিনি নেহেরুজিকে স্নেহের সঙ্গে লিখেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এখন অবসান হয়েছে। মনে হচ্ছে ভারত স্বাধীনতা পাবে। তুমি আমার সাথে দেখা করো।

গ্রাম স্বরাজ এর ভাবনা বাস্তবায়িত করে কিভাবে দেশের প্রগতি করা যায়, তা আলোচনা করতে হবে। গান্ধীজির ভাবনা স্পষ্ট ছিল যে গ্রাম এবং দরিদ্রদের বাদ দিয়ে দেশের প্রগতি সম্ভব নয়। ৫ অক্টোবরের চিঠির জবাব নেহেরু ৯ অক্টোবর দিয়েছিলেন যা এই বইয়ের ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। নেহেরু জি লিখেছেন যে "গ্রামটি সাধারণত বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে থাকে। এই জাতীয় সংকীর্ণ মানসিকতার লোকেরা সম্ভবত মিথ্যা এবং অহিংসক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেরকে নিয়ে দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? অর্থাৎ নেহেরু স্বাধীনতার আগেই গান্ধবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ছড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

আমি আপনাকে দ্বিতীয় ঘটনাটি বলব। বানওয়ারি জি একজন গান্ধীবাদীএবং খুব বড় লেখক। তাঁর বই 'ভারতের স্বরাজ এবং মহাত্মা গান্ধী'। তিনি এই বইয়ের একটি অধ্যায়ে 'তরুণ প্রজন্ম' ১৯৩৬ সালের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে আন্দোলনের পরে নেহেরু বেশিরভাগই লন্ডনে সময় কাটাতেন। তাঁর স্ত্রীও সুইজারল্যান্ডে মারা গিয়েছিলেন। গান্ধীজি ১৯৩৬ সালে লখনউয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁকে ডেকে কংগ্রেস সভাপতি করার কথা ভেবেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু প্রয়াগরাজের বাসিন্দা ছিলেন। কংগ্রেসের ঐতিহ্য ছিল না যে রাজ্যটির অধিবেশনটি হবে সেই রাজ্যের থেকেই সভাপতি বাছা হবে। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধ মেনে ওই অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি হিসেবে বেছে নেয় কংগ্রেস। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং ড় রাজেন্দ্র প্রাসাদের সঙ্গে আলোচনা করে নেহেরুকে কংগ্রেসের কার্যসমিতি গঠন করতে বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কার্যসমিতি গঠন হয়েছিল।

কিন্তু তাতে গান্ধীবাদী কম এবং মার্কসবাদী বেশি ছিল। এছাড়াও নেহেরু কংগ্রেসের সদর দফতরে ড় রাম মনোহর লোহিয়া, কে এম আশরাফ, জেড এ আহমেদ, সাজ্জাদ জহিরের মতো নির্বাচিত সমাজবাদীদের এবং মার্কসবাদীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গান্ধীবাদী নেতারা এতে খুব উদ্বেগে ছিলেন। রাজেন্দ্র প্রাসাদ এবং বল্লভভাই প্যাটেল অন্যান্য নেতাদের নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গান্ধীজি নেহেরুর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখতে বলেছিলেন। চিঠিটি চিঠিটি গান্ধীজিকেই দেখিয়েই প্রেরণ করা হয়েছিল। সেই চিঠিতে নেহেরুর উপরে রেগে ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ, চক্রবর্তী রাজগোপালচারী, জয়রামদাস দৌলতরাম, জে পি কৃপালানী, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, যমুনা লাল বাজাজ এবং শঙ্কর রাও দেব দল থেকে পদত্যাগ করেন। এর পরেই নেহেরু তার ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং তাদের পদত্যাগ ফিরিয়ে নিতে বলেছিলেন। তবে, তিনি গান্ধীজির কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই লোকেরা ঘৃণা ছড়াচ্ছে। গান্ধী জি পাল্টা জবাবি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি বুঝতে পেরেছেন যে এই লোকেরা ঘৃণা ছড়াচ্ছে তবে আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি এর চেয়ে বেশি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছ'। সুতরাং এই বিদ্বেষ ১৯৩৬ সাল থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিদ্বেষ কেবল নেহেরু রাজবংশের জিনে।

যাই হোক, দেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং গান্ধীজী ইচ্ছামতো প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু।কিন্তু পুরো ওয়ার্কিং কমিটি যখন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তখন নেহেরু কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তা এখন রহস্যের বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে, নেহেরু ভি কে কৃষ্ণ মেননকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ভি কে কৃষ্ণ মেনন ১৯৩৪ সাল থেকে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। খাঁটি মার্কসবাদী ছিলেন। তবে, ভি কে কৃষ্ণ মেননের পরামর্শ ব্যতীত নেহেরু জি বড় কোনও কাজ খুব কমই করেছিলেন। একটি বই রয়েছে যা কংগ্রেস সংসদ এবং নেতা জয়রায় রমেশ লিখেছিলেন। বইটির শিরোনাম 'চেকড ব্রিলিয়েন্স - দ্য ম্যান লাইভ অফ ভি ভি কৃষ্ণ মেনন।' জয়রাম রমেশ এই গ্রন্থের ১০ ও ১১ নম্বর অধ্যায়ের মধ্যে নেহেরু-কৃষ্ণ মেননের পারস্পরিক চিঠিপত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এই চিঠিগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কৃষ্ণ মেননের পরামর্শ ছাড়া নেহরু কীভাবে কোনও কাজ করেননি। তিনি ৯ নম্বর অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণ মেনন লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে ভাইসরয় করে ভারতে নিয়ে আসার পরিকল্পনাও ভি কে কৃষ্ণ মেনন করেছিলেন। মাউন্ট ব্যাটন এবং লেডি মাউন্টব্যাটেনের নেহেরুর সম্পর্কের গল্প বিশ্ব জানে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি গান্ধীজিকে সন্তুষ্ট করতে এবং গান্ধীবাদের সন্তুষ্ট করার জন্য একাধিক গ গান্ধীবাদী সংস্থা তৈরি করেছিলেন। সরকারের সঙ্গে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু, সরকার প্রতি বছর তাদের কিছু অনুদান দিতেন। সুতরাং এইসব করে সরকারের চলনশক্তি জওহরলাল নেহেরু। নেহেরুর আমল থেকেই কংগ্রেস ছিল ঘৃণা ও দুর্নীতির সংস্কার গ্রহণ করে। নেহেরুর সময়ে ধর্ম তেজা কেলেঙ্কারী হয়েছিল।

ধর্ম তেজা জয়ন্তী শিপিং কোম্পানি দিয়ে দুর্নীতি শুরু হয়েছিল। এখন সেটি কংগ্রেস তার অভ্যাসে পরিণত করেছে। গান্ধীজী হত্যার পরে নেহেরু সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানকে নির্যাতন করা শুরু করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সাভারকর যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন। তখন তাকে স্বাগত জানাতে চেয়েছিল বহু মানুষ।একটি শোভাযাত্রা বের করতে চেয়েছিল তারা। সেখানে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে বলে মনে করেছিল নেহেরু। পুলিশ সাভারকারকে নিয়ে মুম্বাই রেখে এসেছিল। এটাই ছিল ঘৃণার আগুন।

এবার আসা যাক ইন্দিরা গান্ধীর প্রসঙ্গে। বাবার সংস্কার পুরোটাই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হ''ল বারাহ গিরি ভেনকেট গিরিকে রাষ্ট্রপতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। কংগ্রেস প্রার্থী নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বিরোধিতা করে খোলামেলা ভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সমস্ত কংগ্রেসীদের উচিত নিজেদের বিবেকের কথা শুনে ভোট দেওয়া। এটি যদি ঘৃণার আগুন না হয় তবে কোনটা ঘৃণার আগুন। কংগ্রেসের সমস্ত প্রবীণ নেতা যেমন এস নীলাঙ্গাপ্পা, এস কে পাটিল, অতুল্য ঘোষ, বিজু পট্টনায়েক, কে কমরাজের মতো প্রকৃত গান্ধীবাদী নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন এবং কংগ্রেস-আই নামে একটি পৃথক দল গঠন করেন।

পুরানো কংগ্রেস 'কংগ্রেস অরগানাইজেশন' নামে কয়েক বছর টিকেছিল। কিন্তু কংগ্রেসীরা ক্ষমতার বাইরে থাকতে পছন্দ করতেন না। সুতরাং, সেই দলটি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। পরে, বিদ্বেষের এক ভয়াবহ অধ্যায় চলেছিল। ইন্দিরা গান্ধী যদি দেখতেন যেকোনো কংগ্রেস নেতা জনপ্রিয়তার নিরিখে তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন তবে হয় তাকে দল থেকে বের করে দিতে নয়তো তাকে হত্যা করে দিতেন। এক বা দুটি নাম নয়। এরকম কয়েক ডজন নাম রয়েছে। নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি, হেম্বন্তিনন্দন বহুগুণা, চন্দ্রশেখর, ললিত নারায়ণ মিশ্র। তালিকায় ভি পি সিংও ছিলেন। এরা প্রত্যেকেই কংগ্রেসের খুব প্রতিভাবান নেতা ছিলেন। কারণ, কংগ্রেসের মধ্যেও একনিষ্ঠ দেশভক্ত ছিল। বুদ্ধিমান নেতা ছিলেন তারা। কিন্তু তারা এইরকম মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে নেহেরু পরিবারকে তোষামোদ করে চলতে হচ্ছে।

দলের অন্দরে যারা তার সাথে সহমত ছিলেন না বা তার জন্য প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী। পরেই তিনি পাকিস্তানকে দুটি ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়ে ছিলেন। সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। বাঙালিদের বাংলাদেশে নির্যাতন করা হচ্ছিল। তাদের উপর উর্দু চাপানো হচ্ছিল, যা তারা পছন্দ করছে না। যাইহোক, যখন ইন্দির গান্ধী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন, যা সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল। সেই সময় সেখানে বসবাসকারী উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের মুসলমানদের জন্য ইন্দিরা গান্ধী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে সেখানে বসবাসকারী উর্দু, হিন্দি, মৈথিলী, ভাষাভাষী মুসলমানদের কচুকাটা করা হয়।

এটা কি ঘৃণার আগুন ছিল না? যখন ভোটের রাজনীতি করতে হবে, তখন এই বিদ্বেষের আগুন ছড়ায় কংগ্রেস। এর আগে ১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বর গোহত্যা বন্ধ করার দাবিতে সাধুরা যখন ধরনায় বসে ছিল। তখন বিনা কারণে তাদের গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। পঞ্চাশজন সাধু মারা যান। কয়েকশ সাধু জখম হন। এটা কি ঘৃণার আগুন ছিল না? এর পরে, ইন্দিরা গান্ধী শিখদের প্রতি যা করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। প্রথম ভিন্দ্রনওয়ালকে তৈরি করা এবং পরে কাজ ফুরিয়ে গেলে নির্মমভাবে অকাল তখতকে ধ্বংস করে তাকে হত্যা করা। এই সবই হয়েছিল কংগ্রেসের আমলে। যার কারণে সেও মারা যায়। কংগ্রেস সদস্যরা বলেন যে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। এটি তাদের পক্ষ। তবে কোনো সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে শিখদের নির্যাতন করেছিলেন তিনি। তাই একজন শিখ তাকে হত্যা করেছিল।

একাত্তরের যুদ্ধে আমি নিজেও যুদ্ধ প্রতিবেদক হিসাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে থেকেছি। পরিস্থিতি কী হয়েছে, তা আমি দেখেছি। একটিও বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, ওড়িয়া, অসমিয়া মুসলমানদেরও রেয়াত করা হয়নি। জবাই করা হয়েছিল প্রত্যেককে। নাৎসিদের গণহত্যা থেকেও, তা ছিল নির্মম।

ইন্দিরা গান্ধী যদি শেখ মুজিবকে কোনও বার্তা পাঠাতেন, তবে এটি অবাঙালি মানুষদের হত্যা লীলা বন্ধ হতো। এর পরে, মার্কসবাদীদের প্রভাবে ইন্দিরা গান্ধী কয়লা খনি, ব্যাংককে রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন। তিনি আমেরিকার প্রভাবে টাকার অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এবং এর পরে, তাঁর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যখন জেপি আন্দোলন শুরু হয়। তখন তিনি ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে প্রকাশ্যে জনসভায় জেপিকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে 'শেঠদের টাকায় চলা লোকদের মুখে দুর্নীতির কথা মানায় না। ' এই কথায় জেপি খুব আহত হয়েছিলেন এবং খবরের কাগজকে নিজের পুরো আয়-ব্যয়ের বিবরণ দিয়েছিলেন। যা সংবাদে প্রকাশিত হয়।

এবার আসা যাক রাজীব গান্ধীর কথায়। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল। এর পর পুরো দিল্লিজুড়েই শিখদের প্রকাশ্য গণহত্যা করা হয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে টেনে এনে হত্যা করা হয়। এমনকি পাগড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। নারী ও শিশুদেরও বাদ দেওয়া হয়নি। তবে, শপথের দু''দিন পর বোট ক্লাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'বিশাল মহীরুহ পড়লে পৃথিবী কিছুটা কেপে ওঠে।' এটি কি ঘৃণা নয়। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন এক বিশাল বট। দেশ সেটা মানে। তিনি খুব শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু, শিখদের উপর যে অত্যাচার তিনি চালিয়েছিলেন, তার কি হবে। শিখদের গণ হত্যাকে আড়াল করা কিসের ন্যায়।

একইভাবে, যেখানেই ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, সোনিয়া জিও সেখানে তা ছড়িয়ে দেন এবং তাঁর পুত্র রাহুল এবং কন্যা প্রিয়াঙ্কাও মাকে এই কাজে যোগ্য সঙ্গত দেন। তাঁর পালঘর ঘটনার নিন্দা করা উচিত ছিল। বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করা উচিত ছিল। অর্ণব গোস্বামীর উপর হামলারও নিন্দা করা উচিত ছিল। পরিবর্তে, তারা বিজেপি বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। কংগ্রেস এখন পুরোপুরি গান্ধীবাদী আদর্শকে ভুলে গেছে। কংগ্রেস তাই মার্কসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে ভোট অর্জন করা দলে নিজেদের পরিণত করেছেন। গান্ধীজি মতাদর্শ এবং গ্রাম ও দরিদ্র সম্পর্কে ভাববার যদি কেউ থাকেন তবে তিনি নরেন্দ্র ভাই মোদীই। রাজীব গান্ধী যিনি বলতেন যে কেবল ১৫ পয়সা পয়সা গ্রামে গরীবদের কাছে যায়। এখন পুরো টাকার পুরোটাই গ্রামের মানুষদের কাছে যাচ্ছে। এখন, যখন গ্রামের লোকেরা গ্রামের উন্নয়ন এবং গ্রামের সমৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলেন, তখনই দেশটি সমৃদ্ধ হবে এবং কেবল তখনই গান্ধীজির আত্মা শান্তি পাবে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

রাবণ ও হনুমান

দেবদত্ত পট্টনায়েক

হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক। যখন সত্যি সত্যিই তা করা হল, তখন সেই জ্বলন্ত লেজ এদিক -সেদিক ঘুরিয়ে হনুমান রাবণের প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিল। 'রামায়ণ'-এর এই আপাত মজার পর্যায়টি মানব মনস্তত্ত্বের অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে দেখা যেতে পারে।

রাবণ আমাদের চারপাশের সেসব শিক্ষিত ক্ষমতাবানের প্রতিনিধি—ক্ষমতা এবং জ্ঞান যাদের বিচক্ষণ করেনি। ক্ষমতা জ্ঞান যাদের বিচক্ষণ করেনি। ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যকে তারা নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করেনি। উল্টে, নিজেদের চারপাশে গণ্ডি কেটে রেখেছে, যাতে তাদের কল্পিত আত্মগরিমাকে যাবতীয় অনুমিত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। যত উঁচুতে তারা ওঠে, ততই ভয়-ভীতি তাদের চেপে ধরে। সেই ভয় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার। রাবণকে আপনি সর্বত্র পাবেন। জ্ঞানী, কিন্তু প্রাজ্ঞ নয়। ক্ষমতাবান, কিন্তু উদ্বিগ্ন। বৈদিক ঐতিহ্য বলে, প্রকৃত প্রজ্ঞা মানে নিজের নিরাপত্তাহীনতা অতিক্রম করা, মহানুভব হওয়া। প্রকৃত প্রজ্ঞা মানে ক্ষমতা প্রদান করা, ক্ষমতা দখল করা নয়।

হনুমান প্রকৃতই শক্তিশালী। তাই মানুষকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন তার নেই। সে নিজেকে একজন কৌতুকপ্রবণ এবং মিচকে গোছের বানর হিসাবে তুলে ধরতেই পছন্দ করে। রামের কাছে সে নতমস্তকে শরণাগত। রামের ভৃত্য হিসাবেই সে সন্তুষ্ট খুশি, কিন্তু সকলেই জানে, এই ক্ষুদ্র বানরটি যখন ইচ্ছা এক বিশালাকায় দৈত্যে পরিণত হতে পারে। উড়ে উড়েই সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। 'মহাবলী' হয়ে উঠলেই তার পাঁচ থেকে দশটি মাথা বেরিয়ে আসে। অশরীরী ভূত-প্রেত-পিশাচ এবং অপদেবতাদের জব্দ করা তার এক হাতের খেল। এমনকী রামকেও সে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এরপরেও আত্মক্ষমতা জাহির করার প্রয়োজন তার হয় না। অন্যকে ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন করার দরকারও পড়ে না।

সুতরাং, এত সব জানার পর, জীবনের ক্ষেত্রে কী শিক্ষা আমরা নিতে পারি? আমার যখন কোনও বৈছকে প্রবেশ করব, বা মোলাকাত করতে যাব কারও সঙ্গে—তখন নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, কার মুখোমুখি আমরা হতে চলেছি? রাবণ, না হনুমান? যার মুখোমুখি হতে চলেছি, সে কি আমাদের ভয় দেখাবে, না কি উদ্বুদ্ধ করবে আমাদের? যদি সে ভয় দেখাতে চায়, আমাদের ক্ষুদ্র এবং অনুগত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে, তবে সে 'রাবণ'। এবং যদি সে শক্তিসঞ্চার করে, আমাদের অনুভব করায় যে আমরা শক্তিশালী, আমরা ক্ষুদ্র নই—সে 'হনুমান'।

পুরাণ এমনই সব চবিত্রে ভরপুর, যারা আমাদের পৃথিবীর বিষয়ে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং জীবনের পথনির্দেশ দেয়। বেদ এবং পুরাণের ঈশ্বর ও দৈত্যরা আসলে মানব সভ্যতারই প্রতিরূপ। ১০টি মাথা, ২০টি হাত, স্বর্ণলঙ্কা এবং উড্ডান রথ—এই সবকিছু সমেত রাবণ চাকচিক্যময়। সে বেদজ্ঞ, স্থাপত্যকলা, সংগীত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত। কিন্তু এই সবকিছু থেকেও সে উদার বিনয়ী, দয়ালু বা নম্র হয়ে উঠতে পারেনি। সে একজন বানরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে সুখ পায়, এমনকী তার লেজে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। এর থেকে প্রমাণিত তার সমস্ত শিক্ষা তাকে দয়ালু, বিবেচক এবং উদারমনস্ক করেনি। **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

হনুমান জানত, রাবণকে কীভাবে খেপিয়ে তোলা যায়। রাবণ একজন শক্তিশালী রাজা, যে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করতে। কিন্তু হনুমান জানত, রাবণ আদতে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা একজন ব্যক্তি। প্রতিনিয়ত অন্যদের উপর কর্তৃত্ব জাহির না করলে তার চলে না। তাই রাবণের দরবারে উপস্থিত হয়ে হনুমান কথা বলেছিল শুদ্ধ সংস্কৃত। দাবি করেছিল, 'রাজদূত' হিসাবে তার প্রাপ্য সম্মান রাবণ যেন তাকে দেয়।

একটি বানর কথা বলছে চোস্ত সংস্কৃতে, এ আবার কীভাবে সম্ভব। রাবণ সংশয়াকুল হয়ে পড়ে। সে চোখে দেখছে একজন বানরকে, আর কানে শউনছে সেই বানরটি কিনা কথা বলছে দেবভাষায়। এ কি নিছকই এক পশু, না একজন ব্রাহ্মণ? নিশ্চতভাবেই, মানুষ না পশু—এই প্রশ্নের উপর সম্মান করা না করার বিষয়টি নির্ভর করেনি। রাবণ একজন বৈদিক পণ্ডিত । কিন্তু প্রাজ্ঞ জীবনকে চিনতে পারার প্রজ্ঞা তার ছিল না। উলটে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে হনুমানকে সে ব্যঙ্গ করে বসল। তাকে নিকৃষ্ট শ্রেণির কীট হিসাবে বিবেচনা করেছিল। অন্যদিকে, হনুমান বলেছিল, 'তুমি যদি আমাকে বসার আসন না দাও, নিজের আসন আমি নিজেই বানিয়ে নেব। নিজের লেজটিকে আরও লম্বা করে, গুটিয়ে নিয়ে, নিজের আসন তৈরি করেছিল হনুমান।

সেই আসন রাবণের সিংহাসনের উচ্চতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল রীতিমতো। রাবণ, যে কিনা মানুষকে দেখত তার সিংহাসনের উচ্চতা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে, সহসাই তাকে হনুমানের সঙ্গে কথা বলতে হল মাতা তুলে। স্বভাবতই, ব্যাপারটা মোটেই রাবণের পছন্দ হয়নি। রাগে গনগণ করছিল জ্বলছিল সে। আর প্রত্যুত্তরে, হনুমান হাসছিল ফিক ফিক করে। এই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিটিকে বিচলিত করে তোলা চিল এতটাই সহজ। ক্রোধে রাবণ এতটাই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে যে হুকুম করল

শনিবার আগরতলা এমসি উদ্যোগে সাধারণে মাস্ক বিক্রয় করা হয়। ছবি - নিজস্ব।

ভারতীয় রেলের কোচ তৈরির কাজ ফের শুরু

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.):ভারতীয় রেলের উৎপাদন ইউনিটের অধীন ''কাপুরথালার রেল কোচ কারখানা'' (আরসিএফ), দেশব্যাপী চলা লকডাউনের ২৮ দিন পরে উৎপাদন প্রক্রিয়া আবার শুরু করল।

করোনার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া সব সুরক্ষা সতর্কতা এবং নির্দেশ অনুসরণ করে কারখানাটি আবার চালু করা হয়েছে। এই খবর জানিয়ে শনিবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বলেছে, আরসিএফ ক্যাম্পাস টাউনশিপের ভিতরে থাকা ৩, ৭৪৪ জন কর্মচারীকে নিয়ে কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা পাওয়ার সাথে সাথেই এবং রাজ্য সরকারগুলির পরামর্শ অনুসারে, ভারতীয় রেলের অন্যান্য উৎপাদনের ইউনিটেও এ ধরনের নির্মাণ কাজ আবার শুরু করেছে।

কোচ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ''কাপুরথালার রেল কোচ কারখানা'' মাত্র দু দিনে দুটি কোচ প্রস্তুত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি এলএইচবি উচ্চ ক্ষমতার পার্সেল ভ্যান এবং অন্যটি লাগেজ কম জেনারেটর গাড়ি। লকডাউনের পরে কর্তব্যে যোগদানকারী সকল কর্মচারীদের মাস্ক, স্যানিটাইজার বোতল এবং সাবান সহ একটি সুরক্ষা কিট দেওয়া হয়েছে। অনুমতিপ্রাপ্ত সমস্ত কর্মচারীদের কোচ তৈরির জন্য কারখানায় কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক অফিসগুলিতে সমস্ত কর্মকর্তা তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে কর্তব্যে ফিরে এসেছেন এবং ৩৩ শতাংশ কর্মচারীকে রোটেশন রোস্টারের ভিত্তিতে ডিউটিতে ডাকা হচ্ছে। ওয়ার্কশপ, অফিস এবং আবাসিক কমপ্লেক্সের মূল জায়গাগুলিতে কোভিড সচেতনতামূলক পোস্টার সহ সমস্ত সুরক্ষা নির্দেশাবলী প্রদর্শিত হয়েছে। সমস্ত কর্মীদের নিয়মিত সুরক্ষা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হাত ধোয়ার সাবান বিতরণ করা হয়েছে এবং ওয়াশ বেসিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন শিফটে বিভিন্ন সময়ে কর্মীদের ডাকা হচ্ছে। তিনটি শিফটে কর্মীদের প্রবেশের, মধ্যাহ্নভোজনের এবং প্রস্থান সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রবেশদ্বারগুলিতে বসানো দেহের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের দ্বারা প্রতিটি কর্মচারীর স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। আরসিএফ ক্যাম্পাসে প্রবেশকারী প্রতিটি যানবাহনকে প্রবেশপথের স্প্রে, স্যানিটাইজার টানেলের মাধ্যমে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। সমস্ত কর্মচারী তাদের নিজ নিজ কাজের জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে এবং সমস্ত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করছেন।পিআইবি জানিয়েছে, আরসিএফ ক্যাম্পাসে অবস্থিত লালা লাজপত রেল হাসপাতালে কোভিড সংক্রমণের লক্ষণযুক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আলাদা কাউন্টার এবং ওপিডি সেলের ব্যবস্থা করা।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ বণ্টনে কারচুপি হলে রেয়াত নয়, সতর্কবার্তা বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : গত দুই সপ্তাহের অন্তর দুদিন সংঘটিত কালবৈশাখীর তাণ্ডবে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের জন্য চাল ডাল লবণ ও ত্রিপাথলের ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং জেলাশাসক আনবামুথান এমপি গতকাল বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন।

এর পর আজ শনিবার জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রথম দফায় ৬৮ কুইন্টাল চাল, ১১ কুইন্টাল ডাল, ৬ কুইন্টাল লবণ ও প্রায় ৪৪০টি ত্রিপল পাথারকান্দির বালিপিপলা ও ঝেরঝেরি জিপি-র জন্য পাঠানো হয়েছে।

আজই পাথারকান্দি সার্কলের কর্মচারীরা এ সব ত্রাণ সামগ্রী প্রতিটি জিপি এলাকায় গিয়ে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের জন্য স্কুল শিক্ষকদের কাছে সমঝে দেন। আগামীকাল রবিবার সকাল থেকেই এই সব ত্রাণ সামগ্রী সর্বহারা পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে পাথারকান্দি সার্কলের আমিন আব্দুর রৌফ জানান, এখন পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রলয়ঙ্করী এই ঘূর্ণিঝড়ে লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত বালিপিপলা, ঝেরঝেরি, ইচাবিল, বাঘন, হাতিখিরা, ডেঙ্গারবন্দ, চাঁদখিরা, কুকিতল, মেদলি, পুতনি প্রভৃতি জিপিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকারি তথ্য দিয়ে তিনি জানান, প্রাথমিক ভাবে বৃহত্তর এলাকার প্রায় সাড়ে চার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি তালিকা তৈরির কাজ জোর কদমে চলছে। আগামীতে আরোও ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের প্রক্রিয়াও হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায়দের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, ত্রাণ বণ্টনে কোথাও কারচুপি ধরা পড়লে কাউকে রেয়াত করা হবে না। সোজা জেলে যেতে হবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে ধরা পড়লে। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট বণ্টনকারীদের যথার্থ দুর্গতদের হাতে যাতে ত্রাণ সামগ্রীগুলি পৌঁছে তার আবেদন জানিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

লখনউ, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের সিঙ্গার নগর এলাকায় একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে শনিবার ওই এলাকার একটি বাড়ি থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত পাঁচজনের মধ্যে দুজন মহিলা, একজন বৃদ্ধ এবং বাকি দুজন শিশু। মৃতদের একজনকে দিব্যা নামে শনাক্ত করা হয়েছে। তার বোন এবং ছেলে ও অন্য এক শিশুর চারটি মৃতদেহ একটি ঘরে এবং ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃতদেহ ওপরের একটি ঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ওই মৃত বৃদ্ধের নাম রাজেশ্বর পাচোরি। মহিলার দেহের পাশে সালফার ট্যাবলেট এবং এক বোতল জীবাণুনাশক পাওয়া যায়। ওই মহিলার গলায় আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। মৃত্যুর রহস্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মহার্ঘ ভাতার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রাক্তন সেনা কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা আটকে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করেছেন প্রাক্তন এক সেনাকর্মী। অবসরপ্রাপ্ত মেজর ওঙ্কার সিং গুলেরিয়া এই পিটিশনটি দায়ের করেছেন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত এই প্রাক্তন সেনাকর্মী আদালতকে জানিয়েছেন যে তিনি তার স্ত্রীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। পেনশন ছাড়া তার আর কোনও উপার্জন নেই। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে যে তার মতো কয়েক লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও আধিকারিক এই পেনশনের ওপর নির্ভরশীল। মহার্ঘ ভাতা আটকে যাওয়ার জেরে তারা সকলেই চিন্তিত। বয়স্কদের জন্য মহার্ঘভাতা আটকে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার। কারণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা প্রত্যেকেই এই পেনশনের ওপর নির্ভরশীল। তাদের কাছে এই পেনশনই একমাত্র আর্থিক অবলম্বন। পিটিশনে জানানো হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ভাষণে প্রবীণ নাগরিকদের খেয়াল রাখার কথা বলেছিলেন। কারণ অন্যান্যদের তুলনায় প্রবীণ নাগরিকদের করোনার সংক্রমণ সবথেকে বেশি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে মহার্ঘ ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তা ফের চালু করা হোক। সেই দাবি পিটিশনে করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অধীনে কর্মরত কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত আটকে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। এই তালিকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীও। যাদের সংসার পেনশনে চলে।

হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, কামরূপ, কামরূপ মেট্রো, নগাঁও জেলায় আটক মানুষজন গৃহজেলায় যাবেন ২৬শে

শিলচর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আটকে পড়া মানুষজনদের নিজ নিজ বাড়ি বা গন্তব্যস্থলে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে অসম সরকার। আজ ২৫ এপ্রিল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আগামীকাল ২৬ এপ্রিল রবিবার কাছাড় জেলা থেকে গৃহজেলায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে কামরূপ, কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি), নগাঁও, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে আটক মানুষজনকে।

এ ব্যাপারে কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ জেলায় ফিরে যাবার জন্য আবেদন জানিয়ে ১০৪ নম্বরের হেল্প লাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন এবং এসএমএস পেয়েছেন, তাঁদেরকে নিকটবর্তী থানা অথবা পুলিশ ফাঁড়িতে ২৬ এপ্রিল সকাল আটটায় উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদেরকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত যানবাহন দিয়ে তাদের আইএসবিটিতে নেওয়া হবে। তবে এর আগে পুলিশকর্মীরা থানা ছাড়ার অনুমতি দেওয়ার সময় যাত্রীদের দ্বারা প্রাপ্ত এসএমএস পরীক্ষা করবেন। তাছাড়া আইএসবিটি-তে যাত্রীরা এসএমএস অনুযায়ী বাসে চলাচল করতে পারবেন। তবে সব কিছুই চলবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং প্রত্যেক যাত্রীকে মাস্ক পরি করা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে।

নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে চার বছর নির্বাসনে ঝুমা খাতুন

মুম্বাই, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে মিডল ডিসট্যান্স রানার ঝুমা খাতুনকে নির্বাসিত করল ওয়ার্ল্ড গভর্নিং বডির অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। দু''বছর আগের এই ডোপিং কেসে তাঁর বিরুদ্ধে স্টেরয়েড নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু এনডিটিএল তা প্রমাণ করতে পারেনি। ২০১৮-তে ঝুমার নমুনা নেওয়া হয়েছিল জাতীয় আন্তরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সময় গুয়াহাটিতে। যখন সেটা ন্যাশনাল ডোপ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা হয় তার ফল নেগেটিভ আসে। ঝুমা সেখানে ১৫০০ মিটার ও পাঁচ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ জেতেন। ওয়ার্ল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি সিদ্ধান্ত নেয় ঝুমা খাতুনের নমুনা তাদের কানাডার মন্টিয়ালের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হবে। আর তার পরই সেই পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। তাঁর নমুনায় পাওয়া যায় ডিহাইড্রোক্লোরোমিথাই টেস্টেটেরন। যার ফেল ২৯ জুন ২০১৮ থেকে ২১ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সব ফল নাকচ করে দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত তিনিও ভুল শিকার করে চার বছরের নির্বাসন মেনে নিলেন। ঝুমা ছাড়াও আরও চারজনের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছেন ২০১৭ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন নির্মলা শেরন। তাঁরও নমুনা এনডিটিএল-এ নেগেটিভ আসার পর মন্টিয়ালে পজিটিভ আসে।

দুই জঙ্গি ধরাশায়ীর ১২ ঘণ্টার মধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় অপহৃত ঠিকাদার, চিরুনি তালাশি যৌথবাহিনীর

হাফলং (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার ভোরে কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত ধনশিরির মুগুলাবডিসা রিজার্ভ ফরেস্টে সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনীর গুলির লড়াইয়ে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের এক জঙ্গি সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতা রূপসন থাওসেন ওরফে গেডেন ও এলভিন জিডুং ওরফে কিমজুং নিহত হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই ডিমা হাসাও জেলায় অপহরণের এক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। অপহৃত ব্যক্তি ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই (৩৮)। ঘটনার পিছনে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির হাত থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। তাঁকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে যৌথবাহিনী চিরুনি তালাশি চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডি হাওর থেকে সন্তোষ হোজাই নামের ঠিকাদারকে অপহরণ করে নিয়ে যায় পাঁচ জনের সন্দেহভাজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী দলে। জানা গিয়েছে, হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডি হাওরের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর নিজের বাড়ি থেকে অপহৃত হয়েছেন।

সমগ্র দেশ যখন করোনা ভাইরাস নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং করোনা ভাইরাসের হামলা থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে সমগ্র দেশ জুড়ে লকডাউন জারি করা হয়েছে, সে সময় এ ধরনের অপহরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ি জেলায়। দুষ্কৃতকারীরা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি সন্তোষবাবুর।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ সংক্রান্ত এক এজাহার হারাঙ্গাজাও থানায় দাখিল করেন তাঁর স্ত্রী জয়তী হোজাই। এজাহারের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে হারাঙ্গাজাও পুলিশ আধাসেনা নিয়ে অপহৃত সন্তোষ হোজাইকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে তালাশি অভিযান চালিয়ছে বলে থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়তী হোজাই জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ একটি সাদা রঙের বলেরো গাড়ি নিয়ে পাঁচ জনের অজ্ঞাতপরিচয় এক দুষ্কৃতী দল তাঁদের বাড়িতে আসে। এসে তারা সন্তোষ হোজাইয়ের খোঁজ করে। সে সময় সন্তোষ বাড়িতে ছিলেন না। জয়তী জানতে চান, কী কারণে তারা সন্তোষ হোজইয়ের খোঁজ করছেন। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে নাকি জানায়, ডিটেকছড়ার কাছে তাঁদের একটি অল্টো গাড়ি আটকে পড়েছে। তাই সন্তোষবাবুর জেসিবি নিতে তারা এসেছে। বাড়িতে নে পেয়ে স্ত্রী জয়তীর কাছে সন্তোষ হোজাইয়ের মোবাইল নম্বর দিতে বলে। কিন্তু মোবাইল নম্বর তাঁর মনে না থাকায় তিনি তা দিতে পারেননি। এর মধ্যেই সন্তোষ বাড়িতে এসে হাজির হলে দুষ্কৃতকারীর দল তাঁকে জোর করে বলেরো গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। স্বামীকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি তাদের পিছনে যেতে চাইলে তাঁকে না আসার কথা নির্দেশ দেয় দক্কৃতীরা।

জয়তী হোজাই জানান, অপহরণকারীদের সঙ্গে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তিনি বলেন, দুষ্কৃতকারীরা তার সঙ্গে অসমিয়া ভাষায় কথা বলছিল। তবে কে বা কারা সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এ নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তাছাড়া অপহরণের দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি বলে জানান তিনি। এই অবস্থায় জয়তী হোজাই তাঁর স্বামীকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য অজ্ঞাতপরিচয় অপহরণকারীদের প্রতি আর্জি জানিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করতে পারবে ই-কমার্স সংস্থাগুলি, জানিয়ে দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার থেকে দেশের বেশকিছু জায়গায় আংশিক শিথিল হচ্ছে লকডাউন। গ্রিন জোন এলাকাগুলিকে ধীরে ধীরে অপরিহার্য নয় এমন পণ্য বিক্রির দোকানগুলি খোলার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এখনই ই-কর্মাস পদ্ধতি চালু করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে।

শনিবার সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে এখনই ই-কমার্স পদ্ধতি চালু করা যাবে না। বিশেষ করে অপরিহার্য নয় এমন জিনিসগুলি এই লকডাউনে ডেলিভারির ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না। তবে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেওয়া হবে।

ছয়ের পাতায়

টেস্টিং কিটের গুণগত মান নিয়ে বিবৃতি জারি চিনা দূতাবাসের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): চিন থেকে আমদানি করা রেপিড টেস্টিং কিটের গুণগত মান নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এই সকল টেস্টিং কিটের গুণগত মান ভালো নয় বলে অনেকে দাবি করেছে। যে দুই চিনা সংস্থা থেকে ৫.৫ লাখ র‍্যাপিড টেস্টিং কিট নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের তরফে জানানো হয়েছে এই টেস্টিং কিটগুলির গুণগতমানের তদন্ত করা ভারতীয় এজেন্সিদের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে।

ভারতে নিযুক্ত চিনা দূতাবাসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে শনিবার এই খবর দেওয়া হয়েছে। যে দুইটি কোম্পানিকে এই টেস্টিং কিটের বরাত দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল গুয়াংঝাউ ভনডফ বায়োটিক এবং লিজ জোন ডায়াগনোস্টিক। দুইটি কোম্পানির তরফ থেকেই পৃথকভাবে বিবৃতি জারি করা হয়। তাদের তরফের দাবি করা হয়েছে যাবতীয় নিয়ম মেনেই এই কিট গুলো তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষার যথোপযুক্ত ফল পেতে গাইডলাইন মেনে এই কিট ব্যবহার করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষার চাল বণ্টনে অনিয়ম, কাছাড়ে বাতিল বহু ডিলারের লাইসেন্স

শিলচর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : কাছাড়ের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণদের দ্বারা জেলার বিভিন্ন এলাকার সমবায় সমিতির অধীনে ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহে রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষার বরাদ্দকৃত চাল বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি ও অনিয়ম সংগঠিত হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করার পাশাপাশি ইসি অ্যাক্ট ১৯৫৫-এর বিভিন্ন ধারা বলে তাদের কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, গুমরা সমবায় সমিতির ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিক রণেন্দ্র নারায়ণ পাল রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষার এপ্রিল মাসের চাল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম করেছেন বলে ধরা পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার লাইসেন্স নম্বর ৪৬৬ বাতিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে একই অভিযোগে মেহেরপুর কৃষ্ণপুর এলাকার বদরুল জামান চৌধুরীর লাইসেন্স নম্বর ৩৩৭৮, সোনাপুর সমবায় সমিতির মণিমিতা শর্মার লাইসেন্স নম্বর ২৩৬৭, ওই এলাকার সুরোজ সিং ছেত্রীর লাইসেন্স নম্বর ২৩৭৭, সোনাপুরের এলিয়ান খাসিয়ার লাইসেন্স নম্বর ১৭৪৪, পীযূষ কর্মকার এবং অরুণ কুমার দেবের ১৮৪৮ এবং গোসাইপুর তৃতীয় খণ্ডের হামিদা খাতুন বরভুঁইয়ার লাইসেন্স নম্বর ২৮৫৯ বাতিল করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে গরিবদের মাস্ক বিলি, আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে সংবর্ধনা

শিলচর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যগণকে ফেইস মাস্ক নির্মাণ করে সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। এ থেকে উপকৃত হয়েছেন কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলের বহু দরিদ্র মানুষ। যাঁদের পক্ষে এই সংকটের সময় মাস্ক জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই এই সব আত্মসহায়ক গোষ্ঠীদের সংবর্ধনা দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়ছে আজ।

শনিবার কাছাড়ের জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দীপশিখা দে তাঁদের সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। এছাড়া বাড়িতে ফিরে আসা বিভিন্ন যাত্রীগণকে কভিড-১৯ সংক্রমণ রোধকল্পে ফেইস মাস্ক ক্রয় করার জন্য তাদেরকেও তিনি সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, সংকটের সময় আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি সাধারণ মানুষকে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে আহ্বান জানান। বিশেষ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা এবং নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করাকে অভ্যাসে পরিণত করতে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে আসতে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলির প্রতি আবেদন রাখেন দীপশিখা দে।

মহারাষ্ট্রে খুলল ৫৫৯টি কারখানা

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের জেরে এতদিন বন্ধ ছিল মহারাষ্ট্রের একাধিক কারখানা। এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে শুরু করেছে এই রাজ্যটি।

শনিবার থেকে কাজ শুরু দিয়েছে ৫৫৯ টি কারখানা। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এই কারখানাগুলিতে কাজ করে চলেছে আট হাজার শ্রমিক। এই সবকটি কারখানাই রাজ্যের কমলা এবং সবুজ জোনে মধ্যে পড়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ২১ এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন যে কমলা এবং সবুজ জোনে থাকা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ফের নিজেদের কাজ শুরু করতে পারে। এই এলাকায় থাকা ৭৪৩২ টি কারখানার মালিকেরা কাজ শুরু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। এর মধ্যে সবথেকে বেশি আবেদন আসে পুণের থেকে। সেখানে সংখ্যাটা ছিল ১৪১৮। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রক থেকে ১৫০০ কারখানাকে কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫৯ টি কারখানার মালিকেরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনেই শ্রমিকদের থাকার এবং খাওয়ার কাজ করছে।

প্রয়াত ইরফান খানের মা সাইদা বেগম

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : প্রয়াত ইরফানের খানের মা সাইদা বেগম। শনিবার বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। এদিন সন্ধ্যায় নমাজের পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

সূত্রের খবর, লকডাউনের জেরে মায়ের শেষকৃত্যে নাও থাকতে পারেন ইরফান। পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই যোগাযোগ নেই ক্যানসারে আক্রান্ত ইরফানের। তাঁর চিকিৎসাও চলছে। আর নিজের স্বাস্থ্যের খবর মাঝে মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন তিনি। শেষবার ''আংরেজি মিডিয়াম'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল ইরফানকে।

করোনা পরবর্তী সময়ে কলাক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে দিক নির্দেশ করবে আইজিএনসিএ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরবর্তী সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে দিক নির্দেশ করবে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্যা আর্টস (আইজিএনসিএ)। আগামী সোমবার এবিষয়ে ফেসবুক লাইভে বক্তব্য রাখবেন সংস্থার সভাপতি রাম বাহাদুর রাই। বিশ্ব জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে মারণ করোনা ভাইরাস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ভারতও লড়াই করছে মারণ করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে। করোনাকে ঠেকাতে চলছে লকডাউন। কর্মহীন হয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। পুলিশ, স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়া বাকি সব অফিসের কাজ চলছে ঘর থেকেই। ঘর বন্দি সংস্কৃতি জগতও।এই অবস্থায় কলাক্ষেত্রের ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি বা ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে দিক নির্দেশ করবে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্যা আর্টস(আইজিএনসিএ)। এবিষয়ে আইজিএনসিএ-এর পক্ষ থেকে এক আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়েছে, আগামী সোমবার এবিষয়ে ফেসবুক লাইভে বক্তব্য রাখবেন সংস্থার সভাপতি রাম বাহাদুর রাই।ওই দিন বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা আইজিএনসিএ-এর ফেসবুক পেজে সরাসরি তাঁর বক্তব্য শোনা যাবে।

করোনা ঠেকাতে সিল করে দেওয়া হল দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত

চণ্ডীগড়, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনার করাল গ্রাস থেকে বাচঁতে দিল্লি লাগোয়া সীমান্ত সিল করে দিল হরিয়ানা সরকার। হরিয়ানার স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, বিগত এক সপ্তাহে হরিয়ানায় যারাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে দিল্লির যোগ রয়েছে। সেই কারণে দিল্লিতে আসা-যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সিল করে দেওয়া হয়েছে হরিয়ানা- দিল্লি সীমান্ত।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শাহরুখ সালমানদের থেকে অমিতাভই এগিয়ে

তিন দশক ধরে বলিউড সাম্রাজ্যে রাজত্ব করছেন সালমান খান। এ প্রজন্মের তারকাদেরও পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। এমনকি শাহরুখ, অক্ষয়কে টেক্কা দিলেন বলিউডের ৫৪ বছর বয়সী এই "দাবাং"।

মুম্বাই থেকে দূরে পানভেলে নিজের ফার্ম হাউসে লক ডাউনে খোশ মেজাজেই দিন কাটাচ্ছেন সালমান খান। এই সময় তিনি তাঁর হাজার হাজার অনুরাগীর আরো কাছে আসতে ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছেন। এছাড়া ইনস্টাগ্রামে সালমান তার ভক্তদের জন্য নানান মজাদার ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করেন। করোনার এই তান্ডবের মাঝে ভাইজান তাঁর অনুরাগীদের জন্য আরও এক সুখবর এনে দিলেন। সালমান টুইটারে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) ফলোয়ার সংখ্যা পার করে ফেললেন। অবশ্য এখনো এক নম্বরে আছেন বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। তার ফলোয়ার সংখ্যা ৪ কোটি ১০ লাখের বেশি। তবে সালমান এক্ষেত্রে শাহরুখ, অক্ষয়কে পেছনে ফেলে দিলেন। বলিউডের সুলতানের পরেই আছেন "বাদশা" শাহরুখ খান। টুইটারে কিং খান তৃতীয় স্থানে আছেন। তার ফলোয়ার ৩ কোটি ৯০ লাখের বেশি। আর ৩ কোটি ৫০ লাখ ফলোয়ার নিয়ে অক্ষয় কুমার চতুর্থ স্থানে আছেন। অর্থাৎ, টুইটারে প্রথম অমিতাভ, দ্বিতীয় সালমান, তৃতীয় শাহরুখ ও চতুর্থ অক্ষয়।

তবে ফেসবুকে বিগ বি-কে টেক্কা দিয়েছেন ভাইজান। ফেসবুকে সালমান এক নম্বরে আছেন। এখানে ৩ কোটি ৭০ লাখের বেশি মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। আর অমিতাভ এবং শাহরুখের নামের পাশে "লাইক" বোতামে চাপ দিয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখের বেশি মানুষ। ফেসবুকেও অক্ষয় চতুর্থ স্থানে আছেন। এই বলিউড খিলাড়ির ফলোয়ার সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখের বেশি। মানে দাঁড়াল ফেসবুকে প্রথম সালমান, দ্বিতীয় অমিতাভ, তৃতীয় শাহরুখ ও আবারো চতুর্থ অক্ষয়।

ইনস্টাগ্রামে অবশ্য এক নম্বরে আছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে তাঁর ৩ কোটি ৯২ লাখ ভক্ত। ৩ কোটি ১০ লাখের বেশি ফলোয়ার নিয়ে বলিউডের "দাবাং খান" দ্বিতীয় স্থানে আছেন। শাহরুখের ২ কোটি ১১ লাখ ভক্ত। ও অমিতাভের ১ কোটি ৫৬ লাখ। অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামে এই চার তারকার ভিতর প্রথম অক্ষয় কুমার, দ্বিতীয় সালমান, তৃতীয় শাহরুখ ও চতুর্থ অমিতাভ।

সালমান খান তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই ভাগ করে নিতে চান ভক্তদের সঙ্গে। তার চ্যানেলে প্রথম প্রকাশিত গান "প্যায়ার করোনা"। এই গানটি সালমান নিজে লিখেছেন, গেয়েছেন। মিউজিক করেছে সাজিদ ওয়াজিদ। ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৩ লাখ ৮৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

দিব্যা ভারতী এখনো সাজিদের পরিবারের একজন

বয়স তখন উনিশ। ক্যারিয়ারের চাকা সবে ঘুরতে শুরু করেছে। ছেলেদের মানিব্যাগে, আয়নার পেছনে, সেলুনে কিংবা মেলায় অথবা ভিসিআরের ক্যাসেট কভারে থাকত তাঁর লাস্যময়ী ছবি। বলিউডে দৌড়ে চলার সময় কেবল শুরু। আর তখনই দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে গেলেন যেন ক্ষণজন্মা অভিনেত্রী

দিব্যা ভারতী।

এই অল্প সময়েই কি মাতিয়ে যাননি ভক্তদের হৃদয়। না হলে জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ভরে উঠবে কেন দিব্যার ছবি দিয়ে! স্বামী সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা দিব্যার ব্যবহৃত জিনিস কেন রাখবেন আগলে, আলগোছে।

দিব্যা মারা যান ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল। ২৭ বছর কেটে গেছে। অথচ আজও সাজিদের পরিবারের একজন হয়েই যেন আছেন দিব্যা। দিব্যার শেষ ব্যবহৃত পারফিউম, তার চুলের যত্ন—আন্তির দ্রব্যসামগ্রী এখনো যত্ন করে রেখেছেন সাজিদ। আর এই খবর জানালেন সাজিদেরই পরের স্ত্রী ওয়ার্দা নাদিয়াদওয়ালা।

দিব্যার মৃত্যুতে ভক্তদের হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই সাজিদের সঙ্গে আর কাউকেই মানতে নারাজ এই ভক্তকুল। আর তাই ট্রলের শিকার হন ওয়ার্দা। কিন্তু ওয়ার্দা নিজেও যে দিব্যার ভক্ত! দিব্যার জয়গা কখনোই নিতে চাননি তিনি। দিব্যা তাঁর কাছেও পরম সম্মানের। তাঁর পরিবারের একজন। এমনটাই জানালেন সম্প্রতি। ভক্তদের অযথা ট্রল না করার আহ্বান জানালেন।

ওয়ার্দা ভারতীয় গণমাধ্যমকে বললেন, 'দিব্যা আমাদের জীবনের একটি অংশ। সাজিদ এখনো ভোলেনি তাকে।'

শুধু কি তা—ই, ওয়ার্দার সঙ্গে সাজিদের প্রথম সাক্ষাতের বিষয়টিও কাকতালীয়ভাবে দিব্যাকে কেন্দ্র করে। ওয়ার্দা বলন, 'হ্যাঁ, বিস্ময়করভাবে এটাই সত্য যে আমাদের দুজনের প্রথম দেখা হওয়ার তিনিই ছিলেন মাধ্যম। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সাজিদের একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সাজিদ, দিব্যার বাবা, আমার শ্বশুর আমাকে বলতেন, আমি নাকি দেখতে একেবারেই দিব্যার মতো, একই ব্যবহার, একই আচরণ।'

এমনকি দিব্যার বাবা ওয়ার্দাকে ডাকতেন মেয়ে হিসেবেই। ওয়ার্দা বলেন, 'তাঁর জায়গায় নিজেকে দেখার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের জায়গা তৈরি করেছি। তাঁর স্মৃতি সব সময়ই অসম্ভব সুন্দর। সুতরাং আমাকে নিয়ে ট্রল করা বন্ধ করুন দয়া করে। দিব্যা আমাদের জীবনেরই অংশ।'

দিব্যা কতখানি সাজিদের পরিবারে স্থান করে নিয়েছেন, তারও উদাহরণ দিলেন ওয়ার্দা। তাঁর কথা, 'আমার ছেলেমেয়েরা যখন তাঁর ছবি দেখে, তাঁরা বলে আমাদের বড় মা।'

দিব্যার জন্ম ১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা ওমপ্রকাশ ভারতী ছিলেন জীবনবিমাকর্মী। মা মিতা ভারতী গৃহিণী। ছোট ভাই কুনাল ও সৎবোন পুনমের সঙ্গে মুম্বাইয়ে বেড়ে ওঠা দিব্যার।

১৯৯০ সালে মুক্তি পাওয়া দিব্যা ভারতীর প্রথম ছবি 'বব্বিলি রাজা' এখন অবধি সফলতম তেলেগু ছবির মধ্যে অন্যতম। প্রথম দুই বছর তেলেগু ও তামিল ছবিতে অভিনয়ের পর হিন্দি ছবির জগতে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে। ১৯৯২ সালটি ছিল হিন্দি ছবিতে দিব্যা ভারতীর বছর। ওই একটি বছরে দিব্যা অভিনীত ১২টি ছবি মুক্তি পায়।

১৯৯২ সালেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার। ভারসোভার তুলসী অ্যাপার্টমেন্টে নাদিয়াদওয়ালাদের ফ্ল্যাটেই গোপনে বিয়ে করেন দুজনে। বিয়ের বিষয়টি একেবারেই গোপন রাখা হয়।

১০ মে দিব্যা-সাজিদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীর এক মাস আগেই দুর্ঘটনায় মারা যান দিব্যা ভারতী। দিব্যার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায়। বাড়ির পঞ্চম তলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন দিব্যা। নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন তাঁরা

ভারতে আজ থেকে শুরু হয়েছে রোজা। সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের তারকারা। যদিও করোনার কারণে কোথাও তেমন খুশির আমেজ নেই। তবুও বিটাউন তারকারা পবিত্র রমজান মাসকে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন লকডাউন মেনে চলার আহ্বান।

করোনা মহামারির চরম অস্থিরতার মধ্যেই শুরু হল রোজা। বলিউডের একাধিক তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের অসংখ্য অনুরাগীকে রোজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "রমজান মুবারক, এই শুভকালে সবাইকে শান্তি এবং ভালবাসা।" বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুরও তাঁর ভক্তদের রোজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "রমজানুল করিম আমার ভাই এবং বোনেরা। সবাইকে রমজান মুবারক।" শুভেচ্ছা জানিয়ে হুমা কুরেশি লিখেছেন, "সবাই বলছে শনিবার প্রথম রোজা। রমজান শুরু হয়ে গেল। এই কঠিন সময়ে সবার জন্য দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে অসহায় মানুষদের সাহায্য করুন আর বাসায় থেকে প্রার্থনা করুন।" এ ছাড়া দুলকার সালমান, অনুপম খের, জাভেদ জাফরি, সুনীল গ্রোভার, আদন্দ স্বামীসহ অনেক বিটাউন তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রমজানে শুভ কামনা জানিয়েছেন।

ঘুম ভেঙে দেখব করোনা বলে কিছু নেই

এমন একটা অবস্থায় পড়ব, কেউ কখনো ভেবেছি? কোথায় আমরা আজ? একটা প্রাণঘাতী ভাইরাস আমাদের দুমড়ে—মুচড়ে ভেতর-বাইরে তছনছ করে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে তো দুঃস্বপ্ন বলেই ভ্রম হয়। মনে হয় এই বুঝি ঘুম ভেঙে দেখব, করোনা বলে কিছু নেই। যাই হোক এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে মেনে নিয়েছি।

প্রথমেই বলব নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে মানুষগুলো আক্রান্ত হলেন, তাঁদের দিকে নজর দেওয়া এবং বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

ধনী—গরিবনির্বিশেষে সারা পৃথিবী ভীষণ শঙ্কায়। সংকটের এই সময়েও কিছু খবর সাধারণের মনে বেশ শক্তি জোগায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই করোনা সংকট কিন্তু আমাদের স্বনির্ভর হতে শিক্ষা দিয়ে গেল। এই সময় দায়িত্ব ও করণীয় কি আমরা জানি।অনেকে এ বিষয়েই কথা বলছেন, ঘরে বসেই দিচ্ছেন দুঃসময়ে ভালো থাকার বার্তা। তাই আমি বিষদ আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে সর্বাবস্থায় যেকোনো পরিস্থিতির জন্য ধৈর্য ধরে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আতঙ্ক নয়, যতদূর সম্ভব সাবধান এবং সচেতন থাকতে হবে। একটা গানের কথা দিয়ে সমাপ্তি টানছি, 'অশ্রু মুছে তুমি তাকাবে, মনকে আলোকিত করবে, তোমার অশ্রু আমায় দুর্বল করে দেয়। আবার দেখা হবে, এখনই শেষ দেখা নয়, আবার কথা হবে এখনই শেষ কথা নয়...।

কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল

গত ১৮ মার্চ শেষ শুটিং করেছেন তানজিন তিশা। পরদিন থেকেই ঘরবন্দী। এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল। এত দীর্ঘ সময় একটানা ঘরে থাকার অভ্যাস নেই তাঁর। তাই ঘরে বসে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। সময় পার করতে বাসায় নানা ধরনের কাজে নিজেকে যুক্ত করছেন তিশা। সময় করে প্রতিদিন নাটক, সিনেমাও দেখছেন। একঘেয়েমি জীবনে বিরক্তবোধও করছেন এই অভিনেত্রী।

এক মাসেরও বেশি সময় ঘরে। সময় কীভাবে পার করছেন?

শেষ শুটিং করেছি 'ব্রেকআপ লিস্ট ২' নামে একটি নাটকের। এরপর থেকেই ঘরে ঢুকে গেছি। প্রথম দিকে বাসায় রান্না শেখার চেষ্টা করেছি। আমার জুতা সংগ্রহ বেশি। অভিনয় করার কারণে প্রচুর কস্টিউম। শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু এলোমেলো ছিল। জুতা, জামাকাপড় গোছানো শুরু করেছি। এখনো চলছে। নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করছি প্রতিদিন। পাশাপাশি আধা ঘণ্টা করে জিম করি। সিনেমা, ওয়েব সিরিজ দেখি। বই পড়ার চেষ্টা করছি। আগে যেসব পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা হতো, তাঁদের সঙ্গেও ফোনে কথা বলে নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করছি।

কী ধরনের সিনেমা দেখছেন?

হলিউড, বলিউডের থ্রিলার রকমের মুভি ও সিরিজ দেখছি। আমাদের দেশের প্রচুর নাটকও দেখা হয়েছে এ কদিনে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, এই দুর্যোগে, মহামারির দিনে একটু রোমান্টিক, একটু কমেডি ধাঁচের মুভি, সিরিজ দেখা উচিত। ভাবছি এখন থেকে দেখব।

ঘরে থাকার সময়টা আরও দীর্ঘ হতে পারে নতুন কিছু শেখা বা করার আগ্রহ হচ্ছে না?

হ্যাঁ, এর মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ছোটবেলা থেকে গিটার বাজানোর খুব ইচ্ছা ছিল, হয়নি। এখন যেহেতু সময় পাচ্ছি, তাই গিটারটা শিখব। মার্কেট বন্ধ। কেনার সুযোগ নেই। দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা গিটার ব্যবস্থা করে দেবে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলটির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অনেক আগেই চ্যানেলটি খুলেছি কিন্তু এত দিন সচল ছিল না।

প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একইভাবে সময় কাটছে, বিরক্ত লাগছে না?

গত তিন চার দিন হলো খুব বিরক্ত হচ্ছি। আগে শুটিং করতে করতে টায়ার্ড হতাম, এখন ঘরে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। আরও কত দিন এভাবে ঘরেই থাকতে হবে তা কে জানে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজে বাঁচতে হলে, পরিবারকে বাঁচাতে হলে এভাবেই ঘরে থাকতে হবে।

করোনাভাইরাস নিয়ে আপনি কতটুকু আতঙ্কবোধ করছেন?

যখন আমাদের এখানে ধরা পড়ল, তখন ততটা গুরুত্ব দিইনি। ভাবছিলাম কয়েক দিন পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিন দিন বিস্তার বেড়েই চলেছে। এতে নিজের মধ্যে আতঙ্কটা বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় আতঙ্ক এর কোনো ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বাসায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে করোনা প্রতিরোধের সব নিয়মই মেনে চলছি। সামনে মহাদুর্যোগ আসতে পারে। তাই সবারই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে চলা উচিত। নিজে নিরাপদ অবস্থা তৈরি করলে, পরিবার নিরাপদ থাকবে। এতে পুরো দেশই নিরাপদ থাকবে। অভিনয় শিল্পী সংঘের ব্যানারে স্বল্প আয়ের অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীদের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, অনেক জনপ্রিয় শিল্পী সাড়া দেননি। কী বলবেন?দেখুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পেরেছি, দিয়েছি। তা ছাড়া এক জায়গায় তো বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়া যাবে না। কারণ, আমার চারপাশের পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন এই মহামারিতে বিপদে আছেন, তাঁদেরও সহযোগিতা করছি। এর মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন মেকআপম্যান, প্রোডাকশন বয়, ট্রলিম্যানকেও কিছু সহযোগিতা করেছি। অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। সবাই তো ফান্ডে টাকা দিতে পারবেন না। কারণ, তাঁদেরও আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষদের দেখতে হচ্ছে। ফান্ডে না দিলেও তো কোথাও না কোথাও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করছেন তাঁরা। গত সপ্তাহে শরীয়তপুরে আমার দাদা ও নানাবাড়ির এলাকায় অনেকগুলো পরিচিত পরিবারকে সহযোগিতা করেছি। আমার দায়িত্ব থেকেই করেছি।প্রতি ঈদে অনেক নাটকে কাজ করেন। করোনা আতঙ্কের মধ্যে আগামী ঈদে কোনো নাটকেই কাজ করার সুযোগ নেই। আর্থিকভাবে কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

শুধু আমি না, আরও যাঁরা ঈদের সময় অনেক নাটকে কাজ করেন, সবারই একই অবস্থা। শুধু তা—ই না, এসব নাটকের সঙ্গে জড়িত সব মানুষ তথা পুরো নাটক ইন্ডাস্ট্রির কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল। যদিও দেশের সব সেক্টরের অবস্থা ভালো নয়।

অনেকের কাছে কষ্ট পেয়ে দূরে সরে এসেছি

বৃহস্পতিবারের বিকেল। হঠাৎ ঢাকার আকাশ কালো হয়ে এল। শুরু হলো তুমুল ঝড়। সঙ্গে অঝোরে বৃষ্টির গান। যাঁরা ফেসবুকে ক্লোজ-আপওয়ান তারকা তাসমিনা অরিনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বৃষ্টির সুরের সঙ্গে বাড়তি পেলেন এই শিল্পীর কণ্ঠে মিষ্টি কিছু গানও। ফেসবুক লাইভে এসে মনের অজান্তেই শিল্পীসত্তা বেরিয়ে এসেছিল তাঁর। আজকাল গান থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও পরিবেশই হয়তো তাঁকে দিয়ে গেয়ে নিল কালজয়ী কিছু গান। কিন্তু গান থেকে দূরে কেন এই শিল্পী? এখন করছেনই বা কী? সেসব নিয়েই কথা হলো অরিনের সঙ্গে। অনেক দিন পর মনে হয় যেকোনো প্ল্যাটফর্মে গান গাইলেন। গান থেকে এত দূরে কেন?

গান থেকে কিছুটা দূরে থাকার কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে একটি হলো নিজের ব্যস্ততা। দুটি বাচ্চা আছে আমার। তাদেরসহ পরিবারে সময় দিই। একটি বেসরকারি ব্যাংকেও জব করছি। তা ছাড়া গুটিকয় মানুষের কারণে সংগীতজগতের প্রতি আগ্রহ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছি।

কী রকম?

গান করতে এসে আমি বোধ হয় সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। অনেকের পছন্দমতো হয়তো চলতে পারিনি, গান করতে পারিনি। তাই বেশির ভাগের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে না। শুধু আমার পছন্দের কিছু কাজ করছি।

কাদের পছন্দমতো কাজ করতে পারেননি, একটু বিস্তারিত বলা যাবে?

কারও নাম বলতে চাই না। তবে দেশের একটি বড় মিউজিক কোম্পানি আমার সঙ্গে একটু অভব্য আচরণ করেছে। ওই কোম্পানির কর্ণধার একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি যে রকম গান গাই, মিউজিক ভিডিও করি, এখন নাকি আর এ রকম চলে না। এখন নাকি আরেকটু খোলামেলা গান, মিউজিক ভিডিও দরকার। এমন কথায় আমি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছি। আর আমি কিছুটা অভিমানীও। তাই অনেকের কাছে কষ্ট পেয়ে দূরে সরে এসেছি।

আপনি তো ২০০৫ সালের প্রথম 'ক্লোজ আপ-১ তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশে'—এর সেরা ২০-এ ছিলেন। এরপর অনেকে হারিয়ে গেলেও আপনি শফিক তুহিনের সঙ্গে 'এর বেশি ভালোবাসা যায় না' শিরোনামের গান দিয়ে বেশ সাড়া ফেলেন।

হ্যাঁ। পরে শফিক ভাইয়ের সঙ্গে আরও কাজ করেছি। পরে ইলিয়াস হোসেনের সঙ্গে 'না বলা কথা' অ্যালবামও হিট হয়। এই সিরিজের কয়েকটা অ্যালবামের গান টানা হিট করেছে। এরপরও শুনতে হয়, এই রকম গান নাকি চলে না।

আপনাদের প্রথম ক্লোজ-আপের অনেক তারকাকেই এখন গানের জগতে তেমন আর পাওয়া যাচ্ছে না...

আসলে এখন গানের মাধ্যমই চেঞ্জ হয়ে গেছে। অ্যালবাম আর তেমন হয়ই না। তাই অনেকে স্টেজ শো, টেলিভিশন লাইভ, বিভিন্ন স্ট্রিমিং সাইট এসবে ব্যস্ত আছেন। অনেকে হয়তো পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দূরে সরে যাচ্ছেন।

আপনাকে তো স্টেজ বা টেলিভিশন কোথাও তেমন পাওয়া যায় না, আপনার ব্যস্ততা কী নিয়ে?

ওই যে বললাম, পরিবার আর ক্যারিয়ার নিয়ে। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছি। এখন একটি বেসরকারি ব্যাংকে জব করছি। তাই ওইভাবে শো করা কোথাও হয় না।

গান থেকে এই দূরে গিয়ে কেমন আছেন?

আসলে গান থেকে পুরোপুরি দূরে তো যাইনি। যাওয়া সম্ভবও নয়। আমি ছোটবেলা থেকে গান শিখে বড় হয়েছি। গান আমাদের পরিবারে মিশে আছে। আমার বাবা-মা দুজনই গান করতেন। তাই এখান থেকে চাইলেও দূরে যেতে পারব না। এই দেখলেন না, হঠাৎ বৃষ্টি এসেই আমাকে দিয়ে কেমন গাইয়ে নিল। আসলে পরিবেশ ঠিক থাকলে ভেতর থেকে এমনিই গান আসে। আমাদের গানের জগতের পরিবেশটা আর একটু ভালো হলে হয়তো এতটুকু দূরেও যেতে হতো না।

গানের চর্চা নিয়মিত আছে?

চর্চা তো থাকতেই হবে। আসলে শিল্প অনাদর, অবহেলা সইতে পারে না। তবে মাঝে চাকরি করতে গিয়ে চর্চা কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবু কষ্ট করে সময় বের করে চর্চাটা চালিয়ে নিতাম। এখন করোনার সময় সপ্তাহে দুদিন অফিস। একটু অবসর বেশি পাওয়ায় আবার সকাল করে চর্চা করছি।

সম্প্রতি কী গান করলেন?

সবশেষ আমার 'না বলা কথা-৪' অ্যালবাম রিলিজ হয়েছে ২০১৮ সালে। কাজটা করেছিলাম আরও আগে। এরপর একই সিরিজের ৫ নম্বর অ্যালবামের কাজ করেছি। আর করোনার ছুটি শুরু হওয়ার আগে ইলিয়াসের সঙ্গেই এক পলকে-২ অ্যালবামের গান করেছি। দুটোরই রেকর্ডিং শেষ। শুধু ভিডিও বানানোর অপেক্ষা।

এখন কী পরিকল্পনা করছেন?

আমি গানের মানুষ। গান আমার মনের খোরাক। এটাকে ছেড়ে যেতে চাই না। নিজের গান নিয়েই কিছু পরিকল্পনা মাথায় আছে। দেখা যাক পৃথিবী কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

শুধু বলব, সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। বাসায় থাকুন। পছন্দের কাজগুলো করুন। মুভি দেখুন। গান শুনুন। আমাদের বাংলা গান অনেক সমৃদ্ধ। ভালো গান শুনুন, ভালো থাকুন।

শনিবার আগতলায় ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি মার্চেন্ট এসোর উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যে টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকা রায়ের হাতে করোনা মোকাবিলায় ত্রান হিসেবে চেক প্রদান করা হয়। ছবি - নিজস্ব।

রমজান উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দিতে মানুষের বাড়িতে হকারদের মাধ্যমে সবজি ও ফলমূল পৌঁছচ্ছে প্রশাসন

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। তাই লকডাউনের মধ্যে কৃষি বিভাগ হকারদের মাধ্যমে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক-সবজি ও ফলমূল ন্যায্য মূল্যে পৌঁছে দিচ্ছে। রমজানের উৎসবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই রাজ্যের কৃষি বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোটা হাইলাকান্দি জেলায় শুকনো ফল সমেত যে কোনও ধরনের ফলমূল গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোকানদারদের বিক্রি করতে বলেছে জেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে হাইলাকান্দির মহকুমা কৃষি আধিকারিক ড় এআর আহমেদ জানিয়েছেন, তাঁর বিভাগের তরফ থেকে হকারদের ফলমূল ও শাক-সবজির নির্দিষ্ট দামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের শুধুমাত্র সেই তালিকা মতে অর্থ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, কোনও বিক্রেতা যদি সেই তালিকায় উল্লেখ করা মতো টাকা না নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো গ্রাহকদের কাছ থেকে দাম ধরেন তবে তাকে জরিমানা করা হতে পারে এবং লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। তাঁর কথায়, বিক্রেতাকে গ্রাহকদের জানার জন্য প্রত্যেকটি আইটেমের মূল্য তালিকা প্রদর্শন করতে হবে। ফল বিক্রেতাদের তরফ থেকে কোনও ভুল হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রির অনুমতি বাতিল করার পথ প্রশস্ত করবে। তিনি জানিয়েছেন, লকডাউনের মধ্যে কোনও বিক্রেতা গ্রাহকদের ঠকানোর চেষ্টা করলে তবে তার বিরুদ্ধে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

জারিকৃত এক নোটিশের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (ডিডিসি) বিক্রম দেবশর্মা জানান, লকডাউন চলাকালীন কোনও দোকানদার সরাসরি গ্রাহকদের ফলমূল এবং শুকনো ফল বিক্রি করতে পারবেন না। তবে প্রশাসনের পূর্ববর্তী নির্দেশিকায় গ্রাহকদের সরাসরি বিক্রি করার অনুমতি ছিল। জেলার কৃষি আধিকারিক দোকানদারদের বেছে বেছে প্রয়োজনে জায়গা বিশেষে পাস দিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি পর্যন্ত ফলমূল পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা করে দেবেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে মাছ, দুধ, ডিম, হাঁস-মুরগির মাংস প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। এবার জেলার কৃষি আধিকারিক খোদ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি হোম ডেলিভারির তদারকি করছেন।

লকডাউনে কান্সার আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছলো শোণিতপুর পুলিশ

তেজপুর (অসম), ২৫ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে লকডাউনের সময় মানবতার পরিচয় দিল অসমের শোনিতপুর জেলা পুলিশ। জেলায় দরিদ্র পরিবারের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। লকডাউনের দরুন তাঁর প্রয়োজনীয় ওষুধ গোটা শোণিতপুর জেলায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সমস্যার সমাধানে পথ বেড়িয়ে আসে। শোণিতপুরের পুলিশ সুপার মুগ্ধজ্যোতি মহন্তের উদ্যোগে গুয়াহাটি থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনে পৌঁছে দেওয়া হয়েথে ওই রোগীর বাড়িতে।

শোণিতপুরের জামুগুড়ি থানার অন্তর্গত কুসুমটোলা এলাকায় ক্যানসারে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। তাঁর ছেলে যতীন শইকিয়া ওষুধের খোঁজে জেলার সব ফার্মাসি চষে বেড়ান।

কোথাও প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায়নি। বাবার প্রয়োজনীয় ওষুধ না পেয়ে অবশেষে গত ১৯ এপ্রিল শোণিতপুর জেলা পুলিশের কার্যালয়ে হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সাহায্য চান। তার পরই পুলিশ সুপার যতীনের কাছ থেকে তাঁর বাবার প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করেন। প্রেসক্রিপশন পেয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় ওষুধের খোঁজে তেজপুরের প্রত্যেকটি ফার্মাসিতে যোগাযোগ করে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। শেষে সেই ওষুধ গুয়াহাটি থেকে সংগ্রহ করে গত ২২ এপ্রিল শোণিতপুর পুলিশের একটি দল জামুগুড়ির কুসুমটোলায় যতীনের বাড়িতে গিয়ে সেই ওষুধ পৌঁছে দেয়।

জানা গেছে পরিদর্শনে যাওয়া পুলিশের দলে প্রণব তালুকদার নামে একজন ১০৮৫ টাকার ওষুধের প্যাকেট ক্যানসার আক্রান্ত ওই ব্যক্তির ছেলে যতীন শইকিয়ার হাতে দিয়ে আসেন।

শোণিতপুর জেলা পুলিশের এহেন পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জেলাবাসী।

প্রসঙ্গত, শোণিতপুরের পুলিশ সুপার মুগ্ধজ্যোতি মহন্তের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমল মাহাতো সহ পুলিশ আধিকারিক এবং কনস্টেবলরা একাধিকবার জেলায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। এছাড়া অনাথ আশ্রমের শিশুদের মধ্যেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা পুলিশের দল। এর পাশাপাশি শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের অন্যান্য সব আধিকারিকরা রঙালি বিহুর মধ্যে লকডাউনের সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্যনিষ্ঠা সহকারে পালন করেছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৭৯ জনের, জার্মানিতে করোনায় মৃত বেড়ে ৫,৫০০

বার্লিন, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো করোনা-হানায় বেসামাল অবস্থা জার্মানির। জার্মানিতে প্রতিদিনই করোনোভাইরাসে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১৭৯ জন। ২৪ এপ্রিল সারা দিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২,০৫৫ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৫২, ৪৩৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫,৫০০ জনের।

শনিবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,০৫৫ জন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ১৭৯ জন। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৫,৫০০ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫২, ৪৩৮ জন।

তামিলনাড়ুর একাধিক শহরে কঠোর হচ্ছে লকডাউন, কেনাকাটার ধূমে বাড়ছে করোনা আতঙ্ক

চেন্নাই, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর একাধিক শহরে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে কঠোর লকডাউন। চলবে চারদিন। যার জেরে কেনাকাটার ধুম পড়েছে সেখানে। মুদির দোকান ও সবজি বাজারে ভিড় করেছেন হাজার হাজার বাসিন্দা। এত লোক এক জায়গায় ভিড় করায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যার জন্য কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত এই পরিস্থিতি বাড়িয়ে তুলছে সেই আশঙ্কাই।

ভারতে যে রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে, তার অন্যতম তামিলনাড়ু। শুক্রবার পর্যন্ত কেবল চেন্নাইতেই ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০০ জন। কোয়েমবত্তুরে ১৩৪ জন এবং তিরুপুরে ১০ জন ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় করোনা মোকাবিলায় চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর একাধিক শহরে রবিবার সকাল ছ'টা থেকে শুরু হচ্ছে কঠোর লকডাউন। চলবে চারদিন। চেন্নাই বাদে মাদুরাই ও কোয়েমবত্তুরেও চারদিন সব বন্ধ থাকবে। সালেম ও তিরুপুর নামে দু'টি ছোট শহরে লকডাউন জারি থাকবে তিনদিন। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকাল থেকেই চেন্নাইয়ের শাকসবজির বাজার ও মুদির দোকানে ভিড় করেছেন হাজার হাজার বাসিন্দা। লকডাউনের আতঙ্কে আগেভাগে কেনাকাটা সেরে রাখতে চাইছেন। এত লোক এক জায়গায় ভিড় করায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যার জন্য কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্ত এই পরিস্থিতি বাড়িয়ে তুলছে সেই আশঙ্কাই।

গত শুক্রবার চেন্নাই সহ পাঁচ শহরে কঠোর লকডাউনের কথা ঘোষণা করা হয়। এর আগে মুদির দোকানগুলিকে সকাল ছ'টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবিবার থেকে সব দোকান বন্ধ থাকবে। যদিও হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ওষুধের দোকানগুলিকে অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এটিএম এবং সরকার পরিচালিত আন্না ক্যান্টিনও খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৯ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৩০৯

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। বাংলাদেশে করোনায় নতুন করে আরও ৯ জনের মৃত্যু হওয়ায় শনিবার এ সংখ্যা ১৪০ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে ৩০৯ জন শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯৯৮ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান। তিনি জানান, নতুন মারা যাওয়াদের মধ্যে পাঁচজন নারী এবং চারজন পুরুষ। ঢাকায় তিনজন এবং বাকিরা অন্য জেলায় মারা গেছেন।এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৩৪২২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা হয় ৩৩৩৭টি নমুনা, বলেন নাসিমা।অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংকট নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে তিনি দাবি করেন, অক্সিজেন সিলিন্ডারের কোনো ঘাটতি নেই।দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬০ জেলাতেই করোনা রোগী পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি।

এদিকে ,বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৫। প্রাণঘাতী ভাইরাসটি গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৫১ জন। এদের মধ্যে বর্তমানে ১৮ লাখ ৩৪ হাজার ৩৪ জন চিকিৎসাধীন এবং ৫৮ হাজার ৫২৩ জন (৩ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৭ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭২ জন (৮০ শতাংশ) সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৫ জন (২০ শতাংশ) রোগী মারা গেছেন।গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়া নভেল করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বারামুল্লার বৃদ্ধের মৃত্যু, জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় মৃত বেড়ে ৬

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে করোনাভাইরাসের বলি হলেন আরও একজন। শনিবার সকালে বেমিনার শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস-এ মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত বছর ৭২-এর একজন বৃদ্ধের। ওই বৃদ্ধের বাড়ি বারামুল্লা খেলার তাঙমার্গ এলাকার কাজীপোরা গ্রামে।

শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস-এর মেডিক্যাল সুপার ডা. শিফা দেবা জানিয়েছেন, শনিবার সকালে আমাদের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত একজন রোগীর। করোনা-আক্রান্ত ওই রোগী নিউমোনিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন। নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরে করোনাভাইরাসে মৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৬।

করোনার মধ্যেই দুঃসংবাদ, বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে পঙ্গপালের ঝাঁক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। করোনাভাইরাস বিস্তারের আগেই আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশকিছু দেশে পঙ্গপালের হানার খবর এসেছিল সংবাদ মাধ্যমগুলোতে; কিন্তু মাঝে করোনা বিস্তারের কারণে পঙ্গপালের খবর বেমালুম ভুলে গিয়েছিল মানুষ। এবার পঙ্গপাল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষকে। কারণ, ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকা দেশটির সরকারী কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পঙ্গপালের যে সংবাদ পরিবেশন করেছে, তা বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিত বহন করছে।দ্য হিন্দুর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পঙ্গপালের ঝাঁক ভারত হয়ে বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে। করোনায় এমনিতেই অর্থনীতি পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এর মধ্যে যদি পঙ্গপাল হানা দেয়, তাহলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলাই বাহুল্য। আরেক ভয়াবহ বিপদের অশনিসঙ্কেত দেখা যাচ্ছে পঙ্গপালের হানার খবরে।

শনিবার ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে এ শঙ্কার কথা জানানো হয়। বলা হচ্ছে, এরই মধ্যে পঙ্গপালের একটি ঝাঁক ভারতে প্রবেশ করেছে। আরেকটি ঝাঁক দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিজমিতে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্যে পাড়ি দিচ্ছে ভারত মহাসাগর।বেশ কিছুদিন ধরেই সংবাদপত্রে পঙ্গপালের উপস্থিতির খবর ছিল। বিশেষ করে আফ্রিকায়। মহাদেশটির বেশকিছু দেশ ইতিমধ্যে পঙ্গপালের আক্রমণে বিপর্যস্ত। করোনার পূর্ববর্তী সময়ে পঙ্গপালের জন্য পাকিস্তানেও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল।এবার দ্য হিন্দু যে সংবাদ প্রকাশ করেছে, তা বাংলাদেশের জন্যও এক বড় দুঃসংবাদ বয়ে আনছে। কারণ ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিজমিতে যদি পঙ্গপাল হানা দেয়, তাহলে কৃষিজ ফসল একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।পঙ্গপাল যে ভারতে হানা দেবে, সে ব্যাপারে আগেই বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) সতর্ক করেছিল ভারতকে। তারা পঙ্গপালের সম্ভাব্য আক্রমণের সময় হিসেবে মে মাসকেই ধরে নিয়েছিল। তবে এফএও'র ওই রিপোর্টে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ না থাকলেও দ্য হিন্দু আজ যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেখানে রয়েছে বাংলাদেশের নাম।

দ্য হিন্দুর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পঙ্গপালের একটি দল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সরাসরি দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে ভারতের উপকূলীয় এলাকায় কৃষিজমিতে আছড়ে পড়তে পারে। এরপরই পঙ্গপালের সেই দলের গন্তব্য হতে পারে বাংলাদেশ।করোনা মোকাবিলায় এমনিতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এরই মধ্যে পঙ্গপালের আক্রমণ। দ্য হিন্দুকে ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, করোনার এই সময়ে পঙ্গপালের আক্রমণ ঠেকাতে 'দুই ফ্রন্টে' যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে ভারত সরকারকে। একটি হচ্ছে করোনাভাইরাস মহামারি এবং অন্যটি পঙ্গপাল। পঙ্গপালের কারণে খাদ্যনিরাপত্তা ভয়াবহ হুমকির মুখে। এ কারণে ভয়াবহ এই দুটি দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত।ভারত সরকারের ওই সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য হিন্দু পত্রিকায় লেখা হয়েছে,হর্ন অব আফ্রিকা থেকে একঝাঁক পঙ্গপাল মরু অঞ্চলের আরেক দল পঙ্গপালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এসব ঝাঁক মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ইরান, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান হয়ে ভারতেও হানা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতের পাঞ্জাব ও হারিয়ানা রাজ্যে ঢুকে পড়েছে একদল পঙ্গপাল। এদিকে পঙ্গপালের আরও একটি দল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে। ভারতীয় উপদ্বীপের কৃষিজমিতে হানা দেয়ার পর এ দলটি বাংলাদেশের দিকে যেতে পারে। পঙ্গপালের এ দুই দল মিলে এ অঞ্চলে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এতে মারাত্মকভাবে খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও বা ফাও) তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, পঙ্গপালের একটি দল ১ বর্গকিলোমিটারেরও কম এলাকা থেকে শুরু করে ১০০'র বেশি বর্গকিলোমিটারের ফসল একসঙ্গে নষ্ট করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এক বর্গকিলোমিটারের ঝাঁকে থাকতে পারে ৪ কোটিরও বেশি পঙ্গপাল। যারা একদিনে ৩৫ হাজার মানুষের খাবার সাবাড় করে দিতে পারে।ফাও জানিয়েছে, আফ্রিকায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে পঙ্গপালের দল। পঙ্গপালের উৎপাতে ইতিমধ্যে মহাদেশটিতে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। এবার এশিয়া মহাদেশে যদি পঙ্গপালের বিস্তার ঘটে, তাহলে তা খাদ্য মহামারিতে রূপ নিতে পারে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলকে এক ব্রিফিংয়ে ফাওয়ের খাদ্য কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, বর্তমান মহামারিটি এখন 'ক্ষুধার্ত মহামারি'তে পরিণত হতে পারে।গত ২১ এপ্রিল একটি ছবি প্রকাশ করা হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মরুভূমির পঙ্গপাল পূর্ব আফ্রিকা, ইয়েমেন এবং দক্ষিণ ইরানে এরই মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পঙ্গপালের উৎপাতের ঘটনা ঘটতে পারে এ বছর। পঙ্গপালের উৎপাত মোকাবিলায় এফএও সাত কোটি ডলারের জরুরি তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছে।

দুঃসময়ে পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি জনগণকে উসকানি দিচ্ছে: খালিদ মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। বাংলাদেশের নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করে বলেছেন, করোনার দুঃসময়ে জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি জনগণকে উসকানি দিচ্ছে।তিনি আরও বলেন,যারা সব সময় দেশের জনগণকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে, কিছু কিছু জায়গায় তারা উসকানি দিচ্ছে। এদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

শনিবার দিনাজপুরের বিরল উপজেলার তেঘড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কর্মহীনদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, এ দুঃসময়ে বিএনপি ত্রাণ বিতরণ করছে না, জনগণের খোঁজও নিচ্ছে না, বরং জনগণকে উসকানি দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী কোনো উসকানিদাতার খবর পেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিবে।নৌ-প্রতিমন্ত্রীর দাবি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে দেশে করোনা সংক্রমণ কম।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরো দেশকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে এসেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডাক্তার, পুলিশ, মাঠ প্রশাসন সবাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ও আওয়ামী লীগের নেতারাও কাজ করছেন।

দিল্লির চিড়িয়াখানায় মৃতসাদা বাঘিনীর করোনা হয়নি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লির চিড়িয়াখানায় মৃতসাদা বাঘিনীর করোনা হয়নি। শনিবার এই তথ্য দিয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রিপোর্ট এসেছে কোভিড নেগেটিভ। অর্থাৎ করোনায় আক্রান্ত হয়নি এই বাঘিনী। তারা আরও জানিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণে এবং কিডনি বিকল হয়েই মৃত্যু হয়েছে ১৪ বছরের কল্পনার। এই সাদা বাঘিনীর মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।ক'দিন আগেই মার্কিন মুলুকে এক বাঘিনীর করোনার সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছিল। এক্ষেত্রেও দিল্লির চিড়িয়াখানায় মৃতসাদা বাঘিনী কল্পনা করোনা আক্রান্ত হয়েছিল কিনা তা জানতে তার মৃত্যুর পর নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরিবেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছিলেন, করোনা পরীক্ষার জন্য বরেলিতে ইন্ডিয়ান ভেটেরেনারি রিসার্চ ইন্সটিটিউটে পাঠানো হয় বাঘিনীর নমুনা। সেই পরীক্ষারই রিপোর্ট এসেছে শনিবার, যার থেকে জানা গিয়েছে যে এই সাদা বাঘিনী করোনায় আক্রান্ত হয়নি। পাশাপাশি ময়নাতদন্তও হয়েছিল ওই বাঘিনীর। রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, মৃত্যুর আগে ভীষণ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বাঘিনী কল্পনা। তার শরীরে উচ্চ মাত্রায় ক্রিয়েটিনিনের উপস্থিতিও পাওয়া গিয়েছিল।উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ মারা যায় কল্পনা। বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয় তার সৎকারের। সরকারের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী কল্পনার শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন চিড়িয়াখানার কর্মী।

সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার অনুরোধ জাতিসংঘের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৫।। বঙ্গোপসাগরের কাছে ভাসমান দুটি নৌকায় প্রায় পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গাকে নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে জাতিসংঘ।গত শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেনের কাছে চিঠি লিখে এ অনুরোধ জানান।

জরুরি সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেনকে লেখা চিঠিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হাইকমিশনার মিশেল বাশেলেত বলেন, বর্তমানে সাগরে অসহায় অবস্থায় থাকা শরণার্থী ও অভিবাসীদের নিরাপদ স্থানের জন্য নিশ্চয়তা চেয়ে অনুরোধ করছি।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং শরণার্থী আইনের উপর ভিত্তি করে সাগরে দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থী ও অভিবাসীদের আহ্বানে সাড়া দেয়া সব রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের হাইকমিশনার বলেন, সময়মত এ মানুষগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়ের অনুমতি দেয়া উচিৎ। তাদের আটক করা বা যারা তীরে আসার চেষ্টা করছে তাদের আবারো সাগরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

মিশেল বাশেলেত চিঠিতে বলেন, সংহতি এবং পবিত্র রমজানের প্রেরণাকে সামনে রেখে বন্দর খুলে দিয়ে তীরে আসার অনুমতি দেয়ার জন্য আপনার কাছে আবেদন করছি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার মত গর্বিত ইতিহাস বাংলাদেশের রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদি এ সমস্যা সমাধানের আগ পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করে অভায়শ্রম দিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোকেও আমি একই ধরনের আহ্বান জানাই।

করোনা মোকাবিলায় লোকসভায় তৈরি হল কন্টোল রুম

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনার মোকাবিলায় লোকসভার সচিবালয় তৈরি করা হল একটি কন্টোল রুম। দেশের প্রতিটি রাজ্যে মারণ এই ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এই কন্টোল রুম। এর ফলে রাজ্যগুলিতে ত্রাণ সরবরাহের অনেক বেশি সহজতর হয়ে যাবে। সাংসদ বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়ে যাবে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার তত্ত্বাবধানে এই কন্টোল রুম গড়ে তোলা হয়েছে।

শুক্রবার রাজ্যগুলির প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বৈঠক করেছিলেন ওম বিড়লা। বিভিন্ন রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে ওম বিড়লা জানিয়েছিলেন, এই মহামারী রুখতে সাংসদ এবং বিধায়কদের রাষ্ট্রহিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। করোনা মোকাবিলায় তথ্য সরবরাহের

ছয়ের পাতায়

গুজরাটে আটকে থাকা মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে সহায়তা করা হোক, আর্জি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাস লকডাউনের জেরে গুজরাটে আটকে রয়েছেন অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দা ৬ হাজারেরও বেশি মৎস্যজীবী। প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। সীমিত জল ও খাবারেই দিন গুজরান করতে হচ্ছে। এমনকি, ত্রাণ শিবিরেও তাঁদের স্থান হয়নি। থাকতে হচ্ছে মাছ ধরার ট্রলারে। সেই সমস্ত মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুজরাট সরকারের বিশেষ আবেদন করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

শনিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে রাহুল লিখেছেন, ''অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দা ৬ হাজারেরও বেশি মৎস্যজীবী গুজরাটে আটকে রয়েছেন, এক

ছয়ের পাতায়

উত্তর প্রদেশে পরিবারের পাঁচ সদস্যের রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

এটাহ (উত্তর প্রদেশ), ২৫ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় রহস্যজনক মৃত্যু হল একই পরিবারেই পাঁচজন সদস্যের। শনিবার সিঙ্গার নগর এলাকায় অবস্থিত বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যের মৃতদেহ। মৃতদের নাম হল-দিব্যা (৩৭), দিব্যার বোন বুলবুল (২৭), দিব্যার দুই ছেলে (এক ছেলের নাম আরুশ), দিব্যার শ্বশুর রাজেস্বর পাচৌরি (৭৫)।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার শ্বশুরবাড়িতে বধূর (দিব্যা) দেহ উদ্ধার করতে যায় পুলিশ। এরপর ওই

ছয়ের পাতায়

সংক্রমণ রোধে বন্ধ করা হল হাবড়ার পাইকারি সবজি বাজার

হাবড়া, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা সংক্রমণ রোধে রেড জোনে থাকা উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বৃহত্তম পাইকারি সবজি বাজার বন্ধ করে দিল পুলিশ প্রশাসন। জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে শনিবার থেকে আগামী ২ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাবড়ার এই পাইকারি সবজি বাজার। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন জেলার চাষী ভাই থেকে শুরু করে সবজি ব্যবসায়ী সকলেই।

করোনা সংক্রমনের জেরে লক ডাউন চলছে গোটা দেশে। আর এর মধ্যে লকডাউন মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে সর্বত্র। উত্তর ২৪ পরগনার যেসমস্ত এলাকায় গোষ্ঠী সংক্রমন আশঙ্কা রয়েছে সেই এলাকা গুলো রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। সেখানে লক ডাউনের নিয়ম মানার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। তবে এর মধ্যেও হাবড়া সুপার মার্কেটে পাইকারি সবজি বাজারের ছবি দেখলে শিউরে উঠতে হবে। সামাজিক দুরত্ব রেখে চলার যে সরকারি নির্দেশিকা তা না মেনেই জেলার এই বৃহত্তম সবজী বাজারে কেনাকাটা হচ্ছিল না। প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছিল পাইকারি বাজার থেকে সবজি কেনাকাটা। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হল, শনিবার থেকে আগামী মে মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে এই সবজি বাজার। সকাল থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে বাজারে চলছে মাইকিং।

সবজি বাজার বন্ধ থাকায় হাবরা পাইকারি সবজি বাজারে সবজি বিক্রি করতে আসা বহু চাষী সমস্যায় পড়বেন। তাই কি করবেন সবজি ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারছে না। উৎপাদিত ফসল বেশিরভাগটাই নষ্ট হবে বলে মনে করছে তারা। তাদের আশঙ্কা হাবড়া এই পাইকারি বাজার বন্ধের ফলে আগামী দিনে সবজির দামও অনেক বেড়ে যাবে যা সাধারন মানুষের পকেটেও প্রভাব ফেলবে।

পূর্ব মেদিনীপুরে ফের বাড়ছে করোনার প্রকোপ, নতুন করে আক্রান্ত ৫জন

হলদিয়া, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): স্বস্তির মাঝেও ফের আতঙ্ক ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুরে। প্রথম দফায় জেলায় করোনা আক্রান্তদের সকলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও ইতিমধ্যে গত দু-তিন দিনের মধ্যে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫। যার ফলে এখন আতঙ্কিত গোটা জেলার মানুষ। যদিও সংক্রমণ রুখতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। আক্রান্তদের মধ্যে চারজন হলদিয়ার বাসিন্দা এবং আরেকজন মেচেদার আরপিএফ কর্মী। বর্তমানে করোনা আক্রান্তদের স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা মেছোগ্রামের কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে মেচগ্রামের এই কোভিড হাসপাতাল পরিদর্শন করে গিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)র প্রতিনিধিরা।

করোনার চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের পরিকাঠামো ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও। তবে পরবর্তী স্টেজে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আর এর ঠিক পরেই জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, মেচগ্রামের ওই করোনা হাসপাতলে মেচেদার আরপিএফ কর্মী ছাড়াও খড়্গপুরের ৬ আরপিএফ কর্মী ভর্তি রয়েছে। এছাড়াও ঘাটালের এক গাড়ি চালক ও হলদিয়ায় করোনা আক্রান্ত চারজন ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন করে এই পাঁচজন করোনা আক্রান্তের খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা জেলায়। রাস্তাঘাট থেকে বাজার সমস্ত জায়গাতেই এখন জনমানব শূন্য।

জানিয়ে দিল কেন্দ্র

তিনের পাতার পর

যদিও শুক্রবার রাতেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছিল যে গ্রামাঞ্চল এবং কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে অ-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দোকান এবার খোলা যেতে পারে। ফলে এই খুচরো ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কথা ভেবে পরবর্তীকালে চালু হতে পারে এলাকাভিত্তিক ডেলিভারি ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনই চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্র।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রশাসনকে চিঠি দেওয়ার সত্বেও এখনও মেলেনি প্রতিকার, কার্যত কোমায় এ রাজ্যের বাস শিল্প

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স): করোনা মোকাবিলায় গোটা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিষেবা শিল্প। আর্থিক ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস মালিক থেকে শ্রমিকেরা।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা আতঙ্কে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই যাত্রী সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল বাসগুলোতে। পরে লকডাউনের জেরে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাস পরিবহন পরিষেবা। তার জেরে বড় আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে বাস মালিক থেকে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে।প্রতিকার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে ১১ এপ্রিল চিঠি লেখা দেওয়া হয়। রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রীকে ২৩ এপ্রিল দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে মূলত যে দাবিগুলো করা হয়েছে তা হল যে রোড ট্যাক্স, গাড়ির ইন্সুরেন্স এবং ব্যাংকের ইএমআই এই লকডাউন পরিস্থিতিতেও দিতে হচ্ছে, তা লকডাউন উঠে যাওয়ার দিন থেকে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত পুরোপুরি মকুব করে দেওয়া হোক। কারণ এই শিল্প পুরোপুরি দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল। বাসের কন্ডাক্টর, চালক, খালাসী, গ্যারেজ মালিক থেকে বাস মালিকেরা দৈনিক আয় হয়। লকডাউনের জেরে সেই আয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আয় বন্ধ হলেও ব্যাংকের ইএমআই, রোড ট্যাক্স, গাড়ির ইন্সুরেন্স এখনও দিয়ে যেতে হচ্ছে।

তপনবাবু আরও জানিয়েছেন এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য দাবি জানানো হয়েছিল। বাস্তবিক সমস্যার কথা তুলে ধরে তপনবাবু আরো বলেছেন, যে বাসগুলি এখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তার টায়ার টিউব, ব্যাটারি, স্পেয়ার পার্টসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ি না চলার কারণে এটা হবে। ফলে এগুলি মেরামতি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে বাস শিল্পের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।বর্তমানে রাজ্যের বেসরকারি বাস পরিবহন শিল্প কোমায় চলে গেছে। অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ২০০৯ সাল থেকেও ভয়ানক অবস্থা দেখা দেবে।

বাসের কন্ডাক্টর, চালক, খালাসিদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে তপনবাবু জানিয়েছেন, বাসের মালিকরা নিজ উদ্যোগে শ্রমিকদের চাল-ডাল ও কিছু টাকা দিচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা পর্যাপ্ত একেবারেই নয়। আর্থিক অনটনে ভুগছে বাস শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু অসংগঠিত শ্রমিক। অবিলম্বে তাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর উচিত প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা দেওয়া। তপনবাবু আক্ষেপের সুরে বলেন, বাস মালিকদের অবস্থাও খুবই খারাপ। আর্থিক অনটনে তারাও রয়েছে। ফলে প্রশাসনকে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সিআইটিইউ নেতা নেপাল দেব ভট্টাচার্য জানিয়েছে, বাস শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। যেসব বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগামী দিনে সেগুলির টায়ার টিউব নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এইগুলির মেরামতির জন্য একটা রেকারিং কস্ট রয়েছে। বাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলেই অসংগঠিত শ্রমিক। রাজ্যের বাস মালিকেরা ও খুব একটা ধনী নয়। তারাও উদ্বেগে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এখনও কোনও এই বিষয়ে উত্তর পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই বাস শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, এসডিও কে স্মারকলিপি দেওয়ার কাজ চলছে।

মাতৃস্নেহে শিশু পরিচর্যা প্রসাধনী প্রসূতিদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

বীরভূম, ২৫ এপ্রিল হি. স.) : লকডাউনের জেরে গোটা বীরভূম জেলা জুড়ে মানুষ যখন গৃহবন্দি তখন জেলার প্রসূতিদের কথা মাথায় রেখে নবজাতক শিশুদের পরিচর্যার জন্য সেই সব পরিবারের পাশে দাঁড়াল বীরভূম পুলিশ। এই লকডাউনের জেরে নিরাপত্তাজনিত কারণে গৃহবন্দী বীরভূম জেলার অসংখ্য নবজাতক শিশুদের মা। এর ফলে অনেকেরই রোজকার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে দারুন ভাবে সমস্যায় পড়েছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা নবজাতক শিশুদের মা এবং তার পরিবারের লোকেরা। গত কিছুদিন আগে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাতৃস্নেহ নামে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছিল।

এই প্রকল্প উদ্বোধন করার পর বীরভূম পুলিশের কাছে অনেক নবজাতক শিশুদের মায়েদের তরফের আবেদন আসে যে, লকডাউন এর কারণে এবং কর্মহীন অবস্থায় অভাবের কারণে অনেকেই নবজাতক শিশুদের পরিচর্যা সঠিকভাবে করতে পারছেন না। বাজার থেকে শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রসাধনী চিনতে পারছেন না। সেই আবেদনের কথা মাথায় রেখে মাতৃস্নেহের মাধ্যমে সেই প্রসূতি মায়েদের কাছে পৌঁছে গেল বীরভূম পুলিশের মহিলা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রাম, নার্সিং হোম এবং হাসপাতালে যে সমস্ত নবজাতক শিশুরা জন্মগ্রহণ পড়ার পর পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে তাদের মায়েদের হাতি শিশু পরিচর্যা নানা প্রসাধনী সামগ্রী তুলে দিল বীরভূম পুলিশ। এই সামগ্রী গুলির মধ্যে রয়েছে শিশুর পরনের একটি জামা, বেবি পাউডার, বেবি অয়েল, বেবি সাবান, বিবি ক্রিম সহ অন্যান্য সামগ্রী। এই সামগ্রী গুলি নবজাতক শিশুর জন্মের পর প্রাথমিক পরিচর্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বহু নবজাতক শিশুর পরিবারের রোজকার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সামগ্রী গুলি তারা অনেকেই কিনতে পারছিলেন না। পুলিশের কাছে টেলিফোনের মাধ্যমে না না আবেদন আসে। তাই বীরভূম পুলিশের উদ্যোগে একটি কম্বো বেবি প্রসাধনী প্যাকেট সহ কিছু সামগ্রী সেই সমস্ত প্রসূতি মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের দাবি, এসব প্রসাধনী পণ্য সাপ্লাই কিছুটা মন্থর গতিতে থাকায় সকলের কাছে পৌঁছতে হয়তো কিছুটা সময় লাগছে। তবে এই প্রসাধনী বিতরণ শুরু হয়েছে। সামগ্রী গুলি পুলিশের হাতে পৌঁছলে নিয়মিত গ্রাম-গঞ্জে এবং নার্সিংহোম হাসপাতালে বিলি করার কাজ চলবে। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং জানিয়েছেন, 'মাতৃস্নেহ প্রকল্পটি মাধ্যমে এইসব নবজাতক শিশু বা অন্যান্য বাচ্চাদের এবং তার মায়ের নানা অসুবিধার কথা মাথায় রেখে যাতে তাদের পাশে বীরভূম পুলিশ দাঁড়াতে পারে সেই প্রচেষ্টায় করছি আমরা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ এগিয়ে চলেছে। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন বীরভূম পুলিশ ওইসব পরিবারের পাশে দাঁড়াবে।'পুলিশের এহেন মানবিক আচরণ দেখে আপ্লুত হয়েছেন নবজাতক শিশুদের পরিবার এবং এলাকর লোকেরা।

তৈরি হল কন্টোল রুম

পাচের পাতার পর

জন্য প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভাগুলিকে কন্টোলরুম তৈরি করার আহ্বান করেন তিনি।এতে করে ত্রাণ সরবরাহ এবং সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে সুবিধা হবে বিধায়ক এবং সাংসদদের। সেই অনুযায়ী সংসদে এটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে এবং সেটি কাজ করাও শুরু করে দিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই রাজস্থান, হরিয়ানা, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড এবং মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় কন্টোল রুম কাজ করা শুরু করে দিয়েছে।

দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত

তিনের পাতার পর

শনিবার চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ভিজ জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনা মহামারীর প্রকোপ অনেক বেশি। মূলত দিল্লি থেকেই হরিয়ানার বিপদ আসতে পারে। হরিয়ানার কোনও ব্যক্তি আর দিল্লি যেতে পারবে না। হরিয়ানার সোনিপাত, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, বাহাদুরগড় অঞ্চল দিল্লির খুব কাছে। হরিয়ানা এমন লোকও আছে যারা দিল্লি সরকারের অধীনে কাজ করে। কার্ফুর মধ্যে এদের জন্য বিশেষ পাশের ব্যবস্থা করেছে দিল্লি সরকার। অনিল ভিজ আরও জানিয়েছেন, সনিপথে প্রথমে ৯ ও পরে পাঁচ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হয়ে দিল্লি হরিয়ানা সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পকে বাঁচাতে কেন্দ্রকে ৫ দফা প্রস্তাব সোনিয়াব

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলিকে (এমএসএমই) ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে ৫ দফা প্রস্তাব দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখা চিঠিতে সোনিয়া গান্ধী উল্লেখ্য করেন, কংগ্রেস সভানেত্রী লিখেছেন, "লকডাউনের প্রতিদিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। তারা নতুন অর্ডার পাচ্ছে না। তাদের পুঁজির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।"

সোনিয়ার পরামর্শ, সরকার ওই শিল্পগুলির জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার ওয়েজ প্রটেকশান প্যাকেজ ঘোষণা করুক। এর ফলে ওই শিল্পের মালিকদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা মন্দার পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, এক লক্ষ কোটি টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড তৈরি করা হোক। তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে টাকার যোগান বাড়বে। ওই ব্যবসাগুলি চালাতে যে পুঁজি দরকার তা আসবে এই পথে।

তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহজ শর্তে ঋণ দিক।

চতুর্থত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যে মালিকরা ঋণ নিয়েছেন, তাঁদের ঋণশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোক।

পঞ্চমত, এখন ঋণ পেতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে সিকিউরিটি রাখতে হয়। এর ফলে অনেকে ঋণ নিতে পারেন না। সরকার এই অসুবিধা দূর করুক। সোনিয়া লিখেছেন, সরকার স্বীকার করেছে, এমএসএমইগুলি আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড। সুতরাং সেই মেরুদন্ডের অস্তিত্ব বজায় থাকা ও আরও শক্তিশালী হওয়া সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এটাই। এটা এমন একটা ব্যাপারে যেখানে সময়মতো, স্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণই যাবতীয় ফারাক গড়ে দিতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি গাইডলাইন প্রকাশ করে জানিয়েছে, নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কর্পোরেশন, মাইক্রো-ফিনান্স সংস্থাগুলি ২০ এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করতে পারে। এ ব্যাপারে এনবিএফসি এবং মাইক্রো-ফিনান্স সংস্থাগুলির তরফে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও নর্থ ব্লকও মনে করছে, অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দর্শনই হল আরও বেশি ঋণের যোগানের ব্যবস্থা করে বাজারে নগদের যোগান বাড়ানো ও তার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা যথাসম্ভব ঘোরানোর চেষ্টা করা।

এ ছাড়া নারকেল, স্পাইস বাম্বু, কোকো গাছের বাগান, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, পোলট্রি ও অন্যান্য পশুপালন, চা, কফি বিভিন্ন বনজ উৎপাদনের কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। গ্রামীণ অঞ্চলে জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বিদ্যুৎতের কাজ, টেলিকম সংস্থার অপটিকাল ফাইবার এবং কেবল লাইন পাতার কাজেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২০ এপ্রিল থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

দিনরাত নজর রেখে চলেছে। শুধু তা-ই নয়, দুস্থদের সহায়তায়ও পুলিশ এগিয়ে গেছে। তিনি প্রশংসার সুরে বলেন, ত্রিপুরা পুলিশ সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে সরকারি সহযোগিতার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ধোঁয়াশা

● প্রথম পাতার পর

লোকজনদের অভিযোগ, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় চার বছর আগে নরসিংগড়ের সুপ্রিয়ার সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল উত্তর ছেচুরিয়ার সুজিত সরকারের সাথে। তাদের একটি শিশুসন্তানও রয়েছে। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরেই কলহ চলছিল। এরই জের ধরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে মৃতার বাপের লোকজনদের অভিযোগ। অপরদিকে এ ধরনের অভিযোগ খারিজ করেছেন মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখান থেকে সুপ্রিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মৃতার বাবা জানিয়েছেন, সুপ্রিয়া অসুস্থ, এই খবর জামাতা সুজিত সরকার আজ টেলিফোনে জানিয়েছিল। ঘটনার পর সুজিত সরকার পালিয়ে গেছে। এর ফলে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ আরও ঘণীভূত হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়না তদন্তের পরই এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আক্রান্ত ১০ জন

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার (২৪ এপ্রিল সারা দিনে) মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ জন, এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ১২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮১৬। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩২-তেই থমকে গিয়েছে।

ত্রাণ নিয়ে রাজনীতির সচিত্র অভিযোগ স্বপন দাশগুপ্তর টুইটে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যসভার সংসদ স্বপন দাশগুপ্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ত্রাণ বিলির অভিযোগ টুইট করেছেন। শনিবার তিনি টুইটে অভিযোগ করেন, বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে কোয়ারেন্টাইনের নামে আটকে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভার সদ্যনির্বাচিত সাংসদ অর্পিতা ঘোষ অনেককে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ত্রাণ বিলি করছেন।

সুকান্তবাবুকে আটক করে রাখার চিঠির প্রতিলিপি এবং লোকলস্কর নিয়ে সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং অমান্য করে অর্পিতার অভিযানের দুটি ছবিও টুইট করেছেন স্বপনবাবু।

আর্জি রাহুলের

পাচের পাতার পর

মাসেরও বেশি সময় ধরে মাছ ধরার ছোট্ট ট্রলারে রয়েছেন তাঁরা, সীমিত জল ও খাবার নিয়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে থাকতে হচ্ছে তাঁদের।" রাহুল টুইটারে আরও লেখেন, গুজরাট সরকারের কাছে আমার আবেদন, ত্রাণ শিবিরে পাঠানো হোক আমার ভাইদের এবং তাঁদের সুস্থতা নিশ্চিত করা হোক।

তদন্তে পুলিশ

পাচের পাতার পর

বাড়ির একটি ঘর ঘেকে ওই বধূর বোন এবং দুই ছেলের দেহ উদ্ধার করা হয়। বাড়ির দো-তলা থেকে শ্বশুরের দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই মহিলার ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, অন্যদের দেহের পাশে সালফাস ট্যাবলেট এবং একটি বোতল পাওয়া যায়। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিএ নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধানের সমালোচনা করলেন মনমোহন সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বর্ধিত ডিএ দেড় বছরের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

গোটা দেশে বেড়েই চলেছে মারণ করোনার সংক্রমণ। করোনা মোকাবিলায় গোটা দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার দরুণ বিপুল টাকা খরচ হচ্ছে সরকারের। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্র সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বর্ধিত ডিএ দেড় বছরের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২৪ এপ্রিল রাতে দোকান খোলার অনুমতি সম্পর্কিত নির্দেশিকার পর, শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রেস বিবৃতি মারফত জানিয়েছে, গ্রামীণ অঞ্চলে সমস্ত ধরনের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, শপিং মল খোলা যাবে না। মার্কেট, মার্কেট কমপ্লেক্সে অবস্থিত দোকান খোলা যাবে না। মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা থাকছেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, শহরাঞ্চলে আবাসন কমপ্লেক্সের দোকান, এবং পাড়ার দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে করোনা

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন, আমরা সেটাই চাই।সে-ক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত রোগীকে আমরা সুস্থ করতে পেরেছি, তাতে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমাদের। তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন। করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওই টিএসআর জওয়ান চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমি সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। ত্রিপুরা সরকারকেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেনউ তাঁর কথায়, ভীষণ ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছি, তাই সুস্থ হয়ে উঠেছি। এদিন তিনি সকলকে সতর্ক করে বলেন, এই রোগ খুবই ভয়ানক। একমাত্র রোগীর পক্ষে সেই অনুভব প্রকাশ করা সম্ভব। তাই, বাড়িতে থেকে লকডাউন-এর সমস্ত নিয়ম পালন করুন। তবেই, এই মহামারির হাত থেকে রেহাই মিলবে।

অটো আটক

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা বাধ্য হয়ে রিক্সা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দেশ জুড়ে লক ডাউন লাগু রয়েছে। যদিও ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমানে করোনা মুক্ত। তথাপি সচেতন থাকা সকলের জন্য জরুরি। কিন্তু একাংশ যান চালক প্রায় প্রতিদিন বিনা প্রয়োজনে লক ডাউনকে উপেক্ষা করে যান বাহন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। প্রশাসন থেকে বারে বারে আহ্বান জানানোর পরও তারা কোন কিছুই মানছে না। এক প্রকার বাধ্য হয়ে শুক্রবার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আরক্ষা দপ্তর। শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৬৭ টি অটো ও টমটম সাময়িক সময়ের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। লক ডাউনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এই সকল অটো ও টমটম মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

কিন্তু তারপরও একাংশ অটো ও টমটম চালক শনিবার ফের বিনা প্রয়োজনে অটো ও টমটম নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পরে। ফলে এইদিনও বাধ্য হয়ে আরক্ষা প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। শুক্রবারের ন্যায় শনিবারও আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া বেশ কিছু যান বাহনকে সাময়িক সময়ের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। লক ডাউনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এই সকল যান বাহন মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে খবর।

দেশে করোনায়

● প্রথম পাতার পর

হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯২ জন, মহারাষ্ট্রে ৩০১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৭ জন, রাজস্থানে ২৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ২২ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ২৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৮১৭, দিল্লিতে ২,৫১৪, তামিলনাড়ুতে ১৭৫৫, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯৫৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৭ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৬ জন, বিহারে ২২৩ জন, চণ্ডীগড়ে ২৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ২৮১৫ জন, হরিয়ানায় ২৭২ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৫৪ জন, ঝাড়খণ্ডে ৫৭ জন, কেরলে ৪৫০, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪৭৪ জন, লাদাখে ২০ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৮৫২ জন, মণিপুরে দু'জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৯৪ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২৯৮ জন, রাজস্থানে ২০৩৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৮৪ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৮ জন, উত্তর প্রদেশে ১৬২১ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫৭১ জন।

ধৃত তিন

● প্রথম পাতার পর

জানতে পেরেছে এই বিপুল পরিমাণ চাল গুলি কাঞ্চনপুরের জয়শ্রী সংলগ্ন নবজয় পাড়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং ওই চাল গুলি জলেবাসা এক ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল।তবে এই বিপুল পরিমাণ চাল গুলি সরকারি চাল। এমনকি নবজয় পাড়া রিয়াং শরণার্থী ক্যাম্পের চাল বলেও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। এছাড়া বোলেরোতে থাকা ৩০ টি বস্তায় প্রায় ১৩ কুন্টাল চাল মজুদ রয়েছে। সবকটি বস্তার মুখের লেভেল খোলা অবস্থায় রয়েছে। দুটি বস্তায় সরকারি সিম্বলের মত অনুরূপ সিম্বল থাকলেও তা অস্পষ্ট।তবে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চালক বিকাশ দেবনাথ জানিয়েছে, সে এই চাল গুলি নবজয় পাড়ার বনজয় রিয়াং এর কাছ থেকে জলেবাসা এক ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে আসছিলো।

অপরদিকে দীর্ঘদিন থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমাধীন ৭ টি শরণার্থী শিবিরের বিনামূল্যের সরকারি চাল অন্যত্র বিক্রি হওয়ার অভিযোগ উঠছিলো। শরণার্থী শিবিরে ক্যাম্পের রেশনের দায়িত্বে থাকা কিছু অসাধু চক্র শরণার্থীদের সরকারি বিনা মূল্যের চাল বাঁকা পথে অন্যত্র বিক্রি করে আসছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। এমনকি কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন শরণার্থী শিবিরের চাল পাচারের সময় হাতেনাতেও আটক করে ছিলেন। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি শরণার্থী শিবিরের বিনা মূল্যের চাল পাচারকারীরা। গতকাল কাঞ্চনপুর মহকুমার ফুড গোডাউন থেকে নবজয় পাড়া রিয়াং শিবিরের জন্য বিনামূল্যে সরকারি চাল রিয়াং শিবিরে পাঠানো হয়েছিল।কিন্তু সেই চাল রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে বন্টন না হয়ে বাঁকা পথে লকডাউনের মধ্যে চরম দুঃসাহস দেখিয়ে পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

দীর্ঘদিন থেকে শরণার্থীদের চাল অন্যত্র পাচার করে আসছে একটি অসাধু চক্র তা বারবার অভিযোগ এর মাধ্যমে উঠে আসলেও এমনকি হাতেনাতে পাকড়াও হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসন কেন তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না তা লাখ টাকার প্রশ্ন।এখন দেখার বিষয় পানিসাগর থানার হাতে যে বিপুল পরিমাণ চাল উদ্ধার হল সেই বিপুল পরিমাণ চাল গুলি লকডাউন এর মধ্যে কোথা থেকে আসলো?যদি এই চাল গুলি বৈধ হত তাহলে কেন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারলেন না বোলেরো চালক ও যিনি চালের মালিক সেজেছেন বনজয় রিয়াং?তাহলে কি আজকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ চাল গুলিও কেন্দ্র সরকারের অনুমোদিত শরণার্থীদের বিনামূল্যের সরকারি চাল? প্রশ্ন নানা মহলে।

ক্রীড়াঙ্গন

শনিবার ত্রিপুরা ফুটবল প্লেয়ার্স এসোর উদ্যোগে খেলোয়াড়দের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

টেন্ডুলকারের ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দেবেন কোহলি, বলছেন লি

শচীন টেন্ডুলকার নিজেকে এমন উচ্চতায় রেখে গেছেন, তাঁর কাছাকাছি যাওয়াও যেখানে অনেক ব্যাটসম্যানের কাছে শুধুই স্বপ্ন, সেখানে ভারতীয় কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে যাওয়া! হ্যাঁ, বর্তমান ক্রিকেটে যিনি টেন্ডুলকারের কিছু দুর্দান্ত রেকর্ড নিজের করে নেওয়ার আভাস দিচ্ছেন, তিনি বিরাট কোহলি।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গতি তারকা ব্রেট লি মনে করেন, টেন্ডুলকারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড শুধু বিরাট কোহলিই ভাঙতে পারেন। ৩১ বছর বয়সী ভারতীয় অধিনায়কের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সংখ্যা এখন ৭০টি। ৪৬৩ ওয়ানডেতে টেন্ডুলকারের ওয়ানডে সেঞ্চুরি ৪৯টি। ২৪৮ ওয়ানডে খেলা কোহলি সেখানে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলেছেন ৪৩বার। ২০০ টেস্টে টেন্ডুলকারের সেঞ্চুরি ৫১টি। ৮৬ টেস্টে কোহলির সেখানে ২৭টি।

আরও ৭-৮ বছর যদি কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যেতে পারেন, বাকি ৩১ সেঞ্চুরি করে টেন্ডুলকারকে ছাপিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না বলে মনে করেন লি। কেন কোহলি পারবেন, সেটির পেছনে তিনটি বিষয় দেখছেন সাবেক অস্ট্রেলীয় তারকা বোলার: প্রতিভা, ফিটনেস ও মানসিক শক্তি।

লি বলছেন, এই তিনটিই যদি আগামীতেও কোহলির মধ্যে থাকে, তবে ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা ভাঙা কঠিন হবে না, 'ব্যাটসম্যান হিসেবে তার প্রতিভার কথা বলতে চাই না। এটা তার আছে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফিটনেস। এটাও ওর আছে। শেষটি হচ্ছে মানসিক শক্তি। কঠিন ম্যাচে ভালো করা বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে ধারাবাহিক সফল হতে হবে। আমি মনে করি কোহলির মধ্যে তিনটিই আছে, যেটি তাকে টেন্ডুলকারকে ছাপিয়ে যেতে সহায়তা করবে। সাত-আট বছর সে যদি খেলতে পারে, ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙতে পারবে।'

এখানে আরেকটি বিষয় যোগ করছেন লি, 'আবারও বলি আমরা কথা বলছি টেন্ডুলকারকে নিয়ে। কীভাবে ঈশ্বরকে ছাপিয়ে যাবেন। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে।'

কোহলির এ প্রেম চিরদিনের...

আইপিএলের শুরু থেকেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছেন বিরাট কোহলি। গত নয় মৌসুম ধরেই বেঙ্গালুরুর জার্সির এক রকম প্রতীক হয়ে উঠেছেন ভারত অধিনায়ক। ভারতের হয়ে একাধিক ট্রফি জিতেছেন কোহলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেঙ্গালুরুকে এখন পর্যন্ত উপহার দিতে পারেননি আইপিএলের শিরোপা। কিন্তু তাই বলে কোহলির প্রতি সমর্থকদের ভালোবাসা এতটুকু কমে যায়নি। ভক্তদের সেই ভালোবাসার মূল্য দিতেই জানিয়ে দিলেন, যতদিন আইপিএলে খেলবেন বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলবেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে কাল কোহলি লাইভ চ্যাটে আড্ডা দিচ্ছিলেন বেঙ্গালুরুর সতীর্থ এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে। আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছিল। আড্ডার ফাঁকেই কোহলি বলছিলেন, "২০০৮ সালে যেদিন প্রথম বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছিলাম ওই ছবিটা গত সপ্তাহে ইনস্টাগ্রামে দিয়েছিল ক্লাবটি। এখন ২০২০ সাল। এত দিন ধরে খেলছি এই ক্লাবে। সত্যি এটা একটা অসাধারণ সফর। আমরা এক সঙ্গে খেলে দলকে ট্রফি এনে দেব, এটাই আমাদের স্বপ্ন। যদিও তিনবার (২০০৯, ২০১১ ও ২০১৬) খুব কাছে গিয়েও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। সাফল্য না পেলে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু যতদিন আইপিএল খেলব, এই দলটাকে ছাড়ব না। কারণ এই দলের ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা এক কথায় অসাধারণ।"অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে ট্রফি জিতিয়েই বেঙ্গালুরুতে নাম লেখান কোহলি। এক বছর পর ঢুকেছেন জাতীয় দলে।

খেলতে না পেরে উদ্বিগ্ন নেইমার

করোনাভাইরাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য থমকে আছে ফুটবলসহ সব ধরনের খেলাধুলা। কবে নাগাদ আবার শুরু হবে, তাও অজানা। এমন অনিশ্চয়তা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকে।

তবে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন ২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ব্রাজিলে নিজের বাড়িতেই দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত কোচ রিকার্দো রোসার অধীনে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিনের অনুশীলন।

রুটিন মেনে প্রতিদিনের কাজ চালিয়ে গেলেও মাঠের ফুটবল মিস করছেন নেইমার। কবে নাগাদ ফুটবল ফিরবে, সেই নিশ্চয়তা না থাকার কারণেই মূলত উদ্বিগ্ন বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার।

"কবে আবার আমরা খেলতে পারব তা জানতে না পারাই উদ্বেগের কারণ। খেলা, মাঠের লড়াই, ক্লাবের আবহ, পিএসজির সতীর্থ, সবকিছু মিস করছি।"

"আমি নিশ্চিত, সমর্থকরাও যত দ্রুত সম্ভব সবাইকে মাঠে দেখতে চায়। যত দ্রুত ফেরা যায় ততই ভালো। আশা করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে চলতি মৌসুমে ফুটবল স্থগিত হওয়ার আগে পিএসজির হয়ে ২২ ম্যাচে ১৮ গোল করেন নেইমার।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল নিয়ে এখনো দুঃস্বপ্ন দেখেন ভারতের ক্রিকেটার

প্রায় এক বছর হতে চলল। ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে আরেকটি বিশ্বকাপের অপেক্ষায় ক্রিকেট। করোনাভাইরাসের ফলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য অবশ্য এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু কে এল রাহুল ভবিষ্যত নয়, এখনো অতীত নিয়েই পড়ে আছেন। ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের স্বাদ যে এখনো ঘুমাতে দেয় না ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে।

ভারতজুড়ে লকডাউন মে মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব উপস্থিতি ভারতের ক্রিকেটারদের। টিভি সঞ্চালক ও ধারাভাষ্যকার সুহাইল চাঁদকের সঙ্গে "দ্য মাইন্ড বিহাইন্ড" নামের এক অনুষ্ঠানে নিজের অলস সময়ের কথা জানিয়েছেন রাহুল, "আমি ও আমার পরিবার বেঙ্গালুরুতে আছি। আমরা নিরাপদ আছি। আমি শুধু যা সম্ভব তা করার চেষ্টা করছি, ব্যস্ত থাকছি। আমি এখনো বিরক্ত হয়ে পড়িনি, এখনো টিকে আছি। তবে এটাও ঠিক, বহুদিন পর এভাবে ঘরে সময় কাটাতে পেরেও ভালো লাগছে। যখন টানা খেলছিলাম, তখন সবাই একটু ছুটির আশা করছিলাম। এখন সবাই অনেক বড় ছুটি পেয়েছি। আর এখন সবার মনে হচ্ছে এত বড় ছুটি দরকার নেই।" এর পরই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রাহুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সুযোগ পেলে কোন ম্যাচের ভাগ্য বদলাতে চান? ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান উত্তর দিতে দুবার ভাবেননি, "বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচটি। আমাদের অনেকেই এখনো সে ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনো আমাদের তাড়া করে ফেরে সে ম্যাচ। আমি ভাবতেও পারছি না সিনিয়র ক্রিকেটারদের কেমন লাগছিল। বিশ্বকাপের ম্যাচ বলেই ব্যাপারটা আরও কঠিন। বিশেষ করে যেখানে পুরো টুর্নামেন্ট এত ভালো খেলেছি! এখনো সে ম্যাচ নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি।"

জিম্বাবুয়ের সর্বনাশের শুরুটা এই দিনে

শ্রীলঙ্কার সামনে নতজানু হওয়া নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয় জিম্বাবুয়ের জন্য। ২০০১ সালে বিশ্ব ক্রিকেটকে স্তব্ধ করে দেওয়া এক স্পেল দেখিয়েছিলেন চামিন্দা ভাস। ওয়ানডেতে ৮ উইকেট নেওয়ার অবিশ্বাস্য এক কীর্তি গড়ার রেকর্ড সেদিনই প্রথম দেখেছিল ক্রিকেট। ভাসের এই তাণ্ডবের পর মাত্র ৩৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। পূর্ণশক্তির জিম্বাবুয়ে, হিথ স্ট্রিক,অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারদের জিম্বাবুয়ে।

সে তুলনায় ২০০৪ সালের এই দিনে দুর্বল এক দল নিয়ে নেমেছিল জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শেষ হওয়ার পরই বিদ্রোহ করে বসেন জিম্বাবুয়ের মূল খেলোয়াড়েরা। ২০০৩ বিশ্বকাপে স্বৈরাচার সরকারপ্রধানের বিপক্ষে কথা বলে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও হেনরি ওলোঙ্গা যে সলতেতে আগুন ধরিয়েছিলেন, সেটাই যেন বারুদের স্পর্শ পেয়েছিল ২০০৪ সালে। ফলে হঠাৎ করেই প্রায় জিম্বাবুয়ে "বি" দলকে সামনে পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় তখন ডগলাস হোন্ডো। ২৪ বছর বয়সী পেসার সেদিন একটি উইকেটও পেয়েছিলেন। তাঁর কাছাকাছি বয়সের ছিলেন ডিওন ইব্রাহিম ও এমলুলেকি এনকালা। তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগের লজ্জার স্বাদ হিসেব করলে এ দুজনই অভিজ্ঞতায় এগিয়ে ছিলেন। ২০০১ সালে ৩৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ম্যাচেও যে ছিলেন এঁরা। আড়াই বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি এ ম্যাচেও ফিরে এসেছিল আরও একজনের কাছে। ২০০১-এ কলম্বোতে গোল্ডেন ডাকের স্বাদ পাওয়ায় ডিওন ইব্রাহিমের সঙ্গী টাটেন্ডা টাইবু। ২০০১ সালের কিশোর টাইবু এদিন নেমেছিলেন অধিনায়ক্তের গুরুদায়িত্ব নিয়ে। তাতে অবশ্য ভাগ্যে কোন হেরফের হয়নি। এবারও প্রথম বলেই ফিরেছেন শূন্য হাতে। ইব্রাহিম অবশ্য দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। সমস্যাটা হলো, দলের সর্বোচ্চ রান ছিল ৭। আরও ৭ রান এসেছিল অতিরিক্ত থেকে। দলীয় ৫ রানে অযথা রান আউট হয়ে মাতসেকিনেয়েরির ফেরার পর ব্রেন্ডন টেলরের সঙ্গে ১১ রানের জুটি গড়েছিলেন ইব্রাহিম। ১ উইকেটে ১৮ রানকে তখন খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছিল না। কিন্তু দিলহারা ফার্নান্দোর বলে উইকেটের পেছনে ইব্রাহিম ক্যাচ দেওয়ার পরই আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পরের বলেই গেলেন টাইবু।

ফার্নান্দর সঙ্গে ভাস ও অভিষিক্ত ফারভিজ মাহারুফও যোগ দিলেন উইকেট উৎসবে। কী হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই স্কোরবোর্ড ১ উইকেটে ১৮ থেকে ৮ উইকেটে ২৮ হয়ে গেল! এরপরই "বয়স্ক" দুই যোদ্ধা এনকালা ও হোন্ডো লড়াই চালালেন। যোগ করলেন আরও ৭টি রান। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল এ যাত্রায় হয়তো সবচেয়ে কম রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ড আর ফিরে পেতে হবে না তাদের। ২০০৩ বিশ্বকাপেই যে শ্রীলঙ্কা কানাডাকে ৩৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ভারমুক্ত করেছিল জিম্বাবুইয়ানদের।

মাহারুফ সেটা হতে দিলেন না। তিন বলের মধ্যে শেষ দুজনকে তুলে নিলেন। আড়াই বছরের মধ্যে ওয়ানডেতে দুবার সর্বনিম্ন রানের অলআউট হওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়ল জিম্বাবুয়ে। ১৮ ওভারের ইনিংসে ওভার প্রতি ২ রানও নিতে পারেনি তারা। ১৬ বছর পর আজও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট তার হারানো গৌরব ফিরে পায়নি। ক্রিকেটের নতুন পরাশক্তি হওয়ার বদলে উল্টো হারিয়ে যেতে বসেছিল তারা। যার প্রতীকী রূপ সর্বনিম্ন রানের সে রেকর্ড।সে রেকর্ড এতদিন একাই বহণ করছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু "এড়াতে পারলেই বাঁচি"-এমন এক রেকর্ডে তাদের নতুন সঙ্গী হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার আগে গত ফেব্রুয়ারিতে নেপালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম পর্বের পঞ্চম রাউন্ড সম্পন্ন হয়েছে। সেখানেই টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে ১২ তারিখ মুখোমুখি হয়েছিল নেপাল ও যুক্তরাষ্ট্র।

ঘরের মাঠে ওমানের কাছে শিরোপা হারানোর দুঃখেই কি না তেড়েফুড়ে উঠেছিলেন নেপালের ক্রিকেটাররা। সন্দীপ লামিচানের লেগ স্পিন (৬/১৬) আর সুশান ভারির (৪/৫) বাঁহাতি স্পিনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। জিম্বাবুয়ের চেয়ে ৬ ওভার কম খেলেও ঠিক ৩৫ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল তারা। তাদের ধসটা ছিল আরও ভয়ংকর। জ্যাভিয়ার মার্শাল (১৬) ফেরার আগে স্কোরবোর্ডে লেখা ছিল ১ উইকেটে ২৩ রান। সেটা ৩০ বলের মধ্যেই ৮ উইকেটে ৩১-এ রূপ নেয়। এবারও নবম উইকেট জুটি দলকে ৩৫ পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর জোড়া আঘাতে শেষ হয়ে রেকর্ড গড়া ইনিংস।

শচীনকে খোঁচাতে গিয়ে উল্টো লজ্জায় পড়েছিলেন সাকলাইন

অন্যতম জনপ্রিয় এক উপায় হচ্ছে "স্লেজ" করা। অর্থাৎ উল্টোপাল্টা কথা বলে ব্যাটসম্যানের মনোযোগে ব্যাঘাত করা। যুগ যুগ ধরে এই কাজটা করছেন বোলাররা। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হওয়ার সুবাদে শচীন টেন্ডুলকারকেও এই "ঝামেলা" কম পোহাতে হয়নি। শেন ওয়ার্ন থেকে ব্রেট লি, গ্রেন ম্যাকগ্রা থেকে অ্যান্ডি ক্যাডিক, আব্দুল কাদির কিংবা মঈন খান, ক্রেগ ম্যাকডারমট — সুযোগ পেয়ে শচীনকে দুটো কথা শোনাতে পিছপা হননি কেউই।তার ফলও পেয়েছেন সুদে-আসলে। গোটা ক্যারিয়ারজুড়ে তাঁদের পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছেন শচীন। ফলে "স্লেজ" করা বোলাররা আফসোসে পুড়েছেন। যেমনটা পুড়েছেন সাবেক পাকিস্তানি অফ স্পিনার সাকলাইন মুশতাক।গোটা ক্যারিয়ারে শচীনকে সাকলাইন বেশ কয়েকবার আউট করেছেন, শচীন নিজেও সাকলাইনকে কম পেটাননি। শচীনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সাকলাইন নিজেই এমন এক ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন গতকাল।ঘটনাটা সেই ১৯৯৭ সালের। কানাডায় হচ্ছিল সাহারা কাপ। দলে নতুন আসা সাকলাইনের মনে হল, "স্লেজ" করে শচীনের ইস্পাত-কঠিন মনঃসংযোগে চিড় ধরানো সম্ভব। তাই আক্রমণে এসেই শচীনকে কথা শোনানো শুরু করেন সাকলাইন, "আমি নতুন নতুন ছিলাম। প্রথমবারের মতো শচীনকে স্লেজ করা শুরু করেছিলাম। স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে থাকে, এটা ছিল সাহারা কাপের ১৯৯৭ সালের আসর। আমার স্লেজিং শুনে শচীন এগিয়ে এল। আমাকে বলল, ""আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি না। তুমি কেন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ? আমি তোমাকে মানুষ ও খেলোয়াড় হিসেবে অনেক বড় মাপের মনে করি।"" আমি পরে এত লজ্জা পেয়েছি ওকে আর স্লেজ করার সাহস হয়ে ওঠেনি আমার। ওকে কী জবাব দেব, আমার মাথায় আসেনি।"পরে শচীন ব্যাট হাতে দুর্দান্ত খেললেও মুখের লড়াইয়ে আর লড়তে যাননি সাকলাইন, "পরে ও আমাকে অনেক ভালোভাবে খেলছিল। তা সত্ত্বেও আমি ওকে আর একটা কথাও বলিনি। উল্টো ম্যাচ শেষে আমি ওর কাছে ক্ষমা চাই।"শুধু তাই নয়। সাকলাইনের বিখ্যাত "দুসরা" ভালোভাবে খেলতে পারার জন্যেও শচীনকে সম্মান জানিয়েছেন এই পাকিস্তানি কিংবদন্তি। স্পিনারদের অস্ত্রভাণ্ডারে "দুসরা" নিয়ে আসার জন্য অনেকে সাকলাইন মুশতাককে কৃতিত্ব দেয়। এই দুসরা দিয়ে কত ব্যাটসম্যানকে যে নাকানি-চুবাই খাইয়েছেন, তাঁর কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শচীন সেই তালিকায় ছিলেন না, "শচীনের দৃষ্টিশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত। সব ব্যাটসম্যানের দেখার ক্ষমতা আলাদা। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি দেখতে পায়, কেউ পায় না। কিন্তু শচীনের দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি যা-ই বল করতাম না কেন, সেটা সাধারণ অফস্পিন হোক বা দুসরা হোক কিংবা টপস্পিন, ওর পায়ের অবস্থান একদম নিখুঁত হতো। আরও দুজন ছিল এমন। রাহুল দ্রাবিড় আর মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন।"

■ Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2020

ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল দেবানন্দ কেঁওর প্রয়াত

গুয়াহাটি/আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, অসমের দুই মেয়াদের মন্ত্রী, বিহার, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল দেবানন্দ কেঁওরের জীবনাবসান ঘটেছে। বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ গুয়াহাটির রুক্মিণীনগরে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ দেবানন্দ কেঁওরের প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা প্রমুখ অনেকে। ছাত্রনেতা থেকে ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

১৯৯১ সালে অসমে হিতেশ্বর শইকিয়া ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন দেবানন্দ কেঁওর। পরবর্তীতে ২০২১ সালে তরুণ গগৈ সরকারের আমলেও ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার আগে প্রয়াত কেঁওর কটন কলেজে ইংরেজি বিভাগের লেকচারার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে সাত বছর তিনি তদানীন্তন বোম্বে (অধুনা মুম্বাই)-ভিত্তিক আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কর্মসম্পাদন করেছেন। বোম্বে থেকে ফিরে ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে গুয়াহাটিতে একটি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, নাম দিয়েছিলেন গুয়াহাটি কলেজ। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। এর পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে তিনি গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পরিষেবা দিয়েছেন। মূলত তিনি আসাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামের সরকারি আইনজীবী হিসেবে কাজ করে গেছেন।

১৯৮৮ সালে মস্কো, তাসখেন্ত, আলমা-আটা, কিয়েব, সোচি, লেনিনগ্রাডে অনুষ্ঠিত ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন ডেলিগেশনের জন্য দেবানন্দ কেঁওরকে আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুকে নিয়ে গঠিত ২৮ সদস্য-বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছিল।

২০০৯ সালে দেবানন্দ কেঁওরকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হয়। ছিলেন ২০১০ সালের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর পর যথাক্রমে বিভিন্ন মেয়াদে বিহার এবং সব শেষে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছেন প্রয়াত কেঁওর।

এদিকে, দেবানন্দ কেঁওর এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার বর্তমান রাজ্যপাল রমেশ বৈস।

তিনি এদিন এক শোক বার্তায় বলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এমন একজন মহৎ নেতা এবং ব্যক্তি আমাদের মাঝে নেই। তিনি ছিলেন বহুমুখী গুনসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং সফল প্রশাসক। রাজ্যপার রমেশ বৈস প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

আইজিএম হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তদান শিবির অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সপ্তাহব্যাপী সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শনিবার আইজিএম হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই রক্তদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া কিংবা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই নিজেদের দায়দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি। সমাজের বৃহৎ স্বার্থে কাজ করে চলেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় রাজ্যের ব্লাডব্যাঙ্কগুলো রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। এর ফলে রক্তের অভাবে বহু রোগীর অপারেশন করা যাচ্ছে না, থ্যালাসেমিয়া রোগীরা রক্তের অভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রসূতি মায়েদের সিজার এবং দুর্ঘটনায় পতিত লোকজনদের চিকিৎসার প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে রক্তের দরকার হয়। ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তশূন্যতা দেখা দেওয়ায় সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লকডাউন চলতে থাকায় অনেকেই রক্তদানে এগিয়ে আসছেন না। এই জটিল সমস্যা নিরসনে সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে রক্তদানে এগিয়ে এসেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। আইজিএম হাসপাতালে শনিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রক্তদানে শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, রাজ্য ও রাষ্ট্রের জটিল সমস্যায় এগিয়ে এসেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এ ধরনের চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।

বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, ছাত্রছাত্রীরা জাতির এবং দেশের ভবিষ্যৎ। এই ধরনের উদ্যোগ চালিয়ে যেতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তথ্য দিতে গিয়ে আরও জানান, এবিভিপি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে টিম রয়েছে। তাদের কাছে রক্তদাতাও রয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে রক্ত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেজন্য জনগণকে প্রয়োজন বোধে এবিভিপির সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। এ ধরনের সেবামূলক কাজে সমাজের অন্যান্য অংশের লোকজন এবং বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শনিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রক্তদান শিবিরে মোট ২০ জন রক্তদান করেন। এ ধরনের প্রয়াস আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালে রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবতাবাদী লোকজন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ব্যাপক পরিমাণে অর্থদান অব্যাহত রেখেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১১ কোটিরও বেশি টাকা এখনও পর্যন্ত জমা পড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শনিবার এই সংবাদ জানিয়েছেন। শনিবার শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে আরও বেশ কয়েকজন সমাজসেবী ও সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দিয়েছেন। ডিড রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন ১১ হাজার ৫০০ টাকা, বিনোদিনী টি-গার্ডেন ৫১ হাজার টাকা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সঞ্জীব কুমার মজুমদার ২০ হাজার টাকা এবং তার স্ত্রী শিক্ষিকা সুনিতা বোস মজুমদার ১০ হাজার টাকা, অ্যাডভোকেট দেহরঞ্জন চৌধুরী ৪০ হাজার টাকা এবং নেতাজি স্কুল এলামনি ৭৫ হাজার টাকা শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। আরও বেশ কয়েকজন ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্য যোগাযোগ করেছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোগকে মানবতাবোধের পরিচারক বলেও শিক্ষামন্ত্রী আখ্যায়িত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী জানান, একদিকে মানুষ যখন এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান করে চলেছেন, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলের টাকা গরিব অংশের মানুষের মধ্যে প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ত্রাণ তহবিলে জমা পড়া টাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১২টি ব্লক এলাকা ৯২ হাজার উপজাতি পরিবারের মধ্যে ৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া ত্রিপুরা বাসিন্দাদের মধ্যেরাজ্যের বাইরে যারা অবস্থান করছেন এরকম ২ হাজার ৮শ ৪১ জনকে এখনও পর্যন্ত ৯৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৬৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, চিকিৎসা, শিক্ষা, ভ্রমণ, ব্যবসা সহ অন্যান্য কারণে যারা রাজ্যের বাইরে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই কিংবা অন্যান্য কোন স্থানে অবস্থান করছেন তাদের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিয়ে তাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যের কোন নাগরিক যাতে অর্থের অভাবে অনাহারে না থাকেনসেজন্যই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু রাজ্যের বাসিন্দাদেরকেই নয় বহির্রাজ্যের যেসব মানুষ রাজ্যে লকডাউনের কারণে আটকে পড়েছেন তাদেরকেও রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য সহ খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে চলেছে। লকডাউন যতদিন চলবে এ ধরনের প্রয়াস জারী থাকবে।

বড়দোয়ালী কেন্দ্রে যুব মোর্চার উদ্যোগে শিশুখাদ্য বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩২নং ওয়ার্ডে বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে শনিবার শিশু খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল শিশুদের হাতে দুধ, কলা, বিস্কুট, মেগি, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী তুলে দেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্মহীনতা সমস্যা তৈরি করছে। গরিব ও মধ্যবিত্তদের পরিবারে অভাব অনটন দেখা দিয়েছে। শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের জোগান নেই। সে কারণেই বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩২নং ওয়ার্ডের যুব মোর্চার কর্মীরা শিশুখাদ্য তুলে দেওয়ার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের উদ্যোগে সমাজের সকল অংশের মানুষজনকে এইগয়ে আসার জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

সিভিসি নিযুক্ত সঞ্জয় কোঠারি শপথবাক্য পাঠ করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার (সিভিসি) নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় কোঠারি। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সঞ্জয় কোঠারিকে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। করোনা-সতর্কতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি এবং সঞ্জয় কোঠারি-সহ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেকেরই মুখে মাস্ক ছিল।

এর আগে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সেক্রেটারি ছিলেন সঞ্জয় কোঠারি। রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রের খবর, শনিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সঞ্জয় কোঠারিকে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

ব্যতিক্রমী মোটর সাইকেল বানালেন আড়ালিয়ার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ার এক যুবক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার লক্ষ্যে অভিনব এক মোটর বাইক আবিষ্কার করেছে। ওই যুবকের নাম পার্থ সাহা। বাড়ি আড়ালিয়ার পাল পাড়ায়। এই বাইকে পেছনের আসনে বসার জন্য দূরত্ব রাখা হয়েছে ১ মিটার। বাইকটি তৈরি করতে মোটর, ব্যাটারি সহ অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। একদিনের মধ্যেই বাইকটি তৈরি করা হয়েছে। নির্মাতা পার্থ সাহা জানান একবার ব্যাটারি চার্জ দিলে ৮০ কিলোমিটার চালানো যাবে। এই বাইক তৈরির মধ্য দিয়ে পার্থ সাহা নামে ওই ব্যক্তি জনগণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার বার্তা দিতে চেয়েছেন। তিনি একজন ব্যাটারি চালিত রিক্সা ও টমটম নির্মাতা বলে জানিয়েছেন।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাতায়াতে আরও ৩টি বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাতায়াতের টিআরটি'র ৬টি বাস দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে, ৩টি বাস তাদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হত। তাতে, বাসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামাজিক দূরত্ব বজায়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় আর ৩টি বাস যুক্ত হয়েছে।

এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ২টি করে বাস চম্পকনগর, শেকেরকোর্ট এবং ঊষাবাজার এলাকা থেকে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকদের নিয়ে আসবে। এদিকে আজ দ্বাদশের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ৮৭ শতাংশ পরীক্ষক এবং ৯৭ শতাংশ প্রধান পরীক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ৮৬ শতাংশ পরীক্ষক এবং ১০০ শতাংশ প্রধান পরীক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় বিশ্বব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ১৯৫, ৯২০, আক্রান্ত ২৮ লক্ষ ছুঁইছুঁই

ওয়াশিংটন, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে ততই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৯৫,৯২০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ২,৭৯০, ৯৮৬ জন।

২৫ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২,৭৯০,৯৮৬ জন। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৯৫, ৯২০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯০,৫২৪, ইতালিতে সংক্রমিত ১৯২, ৯৯৪, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২১৯,৭৬৪, ফ্রান্সে ১৫৯,৪৯৫ এবং জার্মানিতে ১৫৪,৫৪৫ জন।

করোনা-সতর্কতা আপাতত স্থগিত থাকছেই চারধাম যাত্রা

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): নিয়ম মেনে খুলতে চলেছে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। তবে এবার করোনার জন্য পূণ্যার্থীদের চারধাম যাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। উত্তরাখণ্ডের পর্যটন দফতর সূত্রের খবর, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী মন্দির খুলবে ২৬ এপ্রিল। কেদারনাথ মন্দির খুলছে ২৯ এপ্রিল। তবে বদ্রীনাথ মন্দির ১৫ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হলেও, ভক্তদের এখনই চারধাম যাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না। করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড প্রশাসন সূত্রের খবর, ২৬ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খুলে দেওয়া হবে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির। ২৯ এপ্রিল সকাল ৬.১০ মিনিটে খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। বদ্রীনাথ মন্দির ১৫ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে। আপাতত মন্দির উন্মুক্ত হলেও পূণ্যার্থীদের চারধাম যাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

শনিবার আগরতলায় লকডাউনে রিক্সা নিয়ে বেড়িয়ে বিপাকে পড়েন শ্রমিকরা। ছবি- নিজস্ব।

দুই মহিলার স্নানের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী কান্ডে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ এপ্রিল।। অভিযোগের উপর অভিযোগ। ধর্মনগর রেল কলোনিতে কিছু দিন পূর্বে ঘটে যাওয়া নরকিয় ঘটনা থেকে এবার অন্য আরেক ঘটনার উদ্ঘাটন হলো।গত ১৯ এপ্রিল ধর্মনগর রেল কলোনি এলাকায় এক রেল কর্মচারীর স্ত্রী ও তার ২ মেয়ের স্নানের আপত্তিকর ছবি ক্যামেরা বন্দী করার অপরাধে আরেক রেল কর্মী তথা টিটি সন্তোষ কুমারকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল এলাকার জনগণ সহ মহিলা মোর্চার সদস্যারা। পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রেলের টিটি সন্তোষ কুমারকে জি আর পুলিশ ধর্মনগর আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে মূল বিষয় হচ্ছে, যে দিন এলাকাবাসী ও মহিলা মোর্চার তৎপরতায় অভিযুক্ত সন্তোষ কুমারকে জিআর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ঐ দিন ঐ নাবালিকার পিতা অভিযোগ করেছিলেন যে সন্তোষ কুমারের এই নরকিয় ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে না নেওয়ার জন্য রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক পরিমল দে নাবালিকার পিতাকে ১লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি এ বিষয়ের চরম নিন্দা জানিয়েছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।কিন্তু এবার রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক পরিমল দে এই বিষয়ে প্রেস বিবৃতি দিয়ে পরিস্কার জানালেন। উনার বিরুদ্ধে নাবালিকার পিতার আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।টিটিই সন্তোষ কুমারের এমন নরকিয় ঘটনাকে কোন সময় এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন মেনে নেয় না। এমন জঘন্য ঘটনার চরম নিন্দা জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান যেহেতু উনি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক তাই রেলওয়ে কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত বিরোধী সংগঠন তাদের রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার জন্য ওনার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ভাবেই এই অভিযোগ এনেছেন। আগামী কিছু দিন পরই তাদের নির্বাচন তাই এই চক্রান্ত বলেই ওনার অভিমত।

মজলিশপুরে গরীব পরিবারে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ।। মজলিশপুর বিধানসভা এলাকায় শনিবার দুস্থ ও গরিব জনগণের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মজলিশপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এই সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব এবং এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। লকডাউনের কারণে দুস্থ ও গরিব মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেকের ঘরেই নানা খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে গরিব অংশের মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই পাশাপাশি বিজেপি দলের পক্ষ থেকেও গরিব অংশের মানুষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মজলিশপুর মণ্ডলের উদ্যোগে শনিবার দুস্থ ও গরিব মানুষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দুস্থ ও গরিব জনগণের হাতে তুলে দেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবীরা মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব বলেন, এই রাজ্যের বধূ হতে পেরে তিনি গর্বিত। এখানকার মানুষের হৃদয় অনেক বড়। বিশেষ করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে জনগণ যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান করে চলেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলি গরিব মানুষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করছে তা নজিরবিহীন। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এত বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় কি না তানিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জায়া বলেন, মজলিশপুর মণ্ডল কমিটি গরিব ও দুস্থদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং মাস্ক বিতরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের উদোগ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন।

বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ধারণ করেছে। আমাদের রাজ্যে এর প্রভাব কম হলেও গোটা দেশ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে। লকডাউনের নিয়মকানুন কোনভাবেই অমান্য করা চলবে না। সকলকে ঘরে থাকতে সুস্থ থাকতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল (হি. স.): রাজধানী দিল্লির নির্মাণ ভবনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত। যে সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।তারা হলেন অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী হারদীপ সিংহ পুরী, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে সহ প্রমুখ।

করোনা মোকাবিলায় এখনও পর্যন্ত কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিরোধে কি অগ্রগতি হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে যে দেশজুড়ে প্রতিটি হাসপাতলে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, এন ৯৫, ভেন্টিলেটর, ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশীয় উদ্যোগপতিদের চিহ্নিত করে তাদেরকে দিয়ে এগুলো তৈরি করা হচ্ছে।এখন প্রতিদিন এক লক্ষ পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট এবং মাস্ক তৈরি করা হচ্ছে। দেশে নির্মিত হচ্ছে ভেন্টিলেটর। এমনকি ৯ টি কোম্পানিকে চিহ্নিত করে ৫৯ হাজার ভেন্টিলেটর তৈরীর কাজ চলছে। করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য গোটা দেশে ১.২৪ কোটি স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে চলেছে। এরমধ্যে এন সি সি ও এন এস এস রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন করোনা প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন। করোনা রোগীদের নিয়ে সমাজে যাতে কুসংস্কার না ছড়ায় সেই দিকটিও লক্ষ রাখতে হবে।অনেক স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। এমনটা যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দশম দিনেও মৃত্যুর খবর নেই, চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১০ জন

বেজিং, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): ধীরে ধীরে করোনাভাইরাস-মুক্ত হচ্ছে চিন। মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গিয়েছে, এবার কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী। এই নিয়ে পরপর ১০ দিন, করোনায় সংক্রমিত হয়ে শনিবারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই চিনে। তবে, নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১২ জন। ফলে বলাই যেতে পারে করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে চিন।

শনিবার সকালে চিনের জাতীয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন শান্তিরবাজার বিভাগীয় কমিটির উদ্দ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন শান্তির বাজার বিভাগীয় কমিটির উদ্দ্যোগে গরিব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করাহয়। আজ সকালথেকেই শুরু হয় খাদ্য সামগ্রী বিতরনির কাজ। লকডাউনে ফলে কর্মহীন গরিব অংশের লোকজনা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হচ্ছে। তাই এই সকল গরিব অংশের লোকজনদে সহযোগিতায় রাজ্যসরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে। এরইমধ্যে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা ও সমাজসেবিরা রাজ্যের গরিব অংশের লোকজনদের সাহায্যর হাত বারিয়ে দিয়েছেন। আজ ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন শান্তির বাজার বিভাগীয় কমিটির উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমার বগফা এডিসি ভিলেজ, শান্তি কলোনী, গারু পাড়া ও শান্তির বাজার পৌরপরিষদ এলাকায় গরিব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করে। আজকে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরি শঙ্কর রিয়াং, মানিক চৌধুরী, সুব্রত সরকার ও ফেডারেশন এর অন্যান্য সদস্যরা। কর্মচারী ফেডারেশন এর এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

পুলওয়ামা এনকাউন্টারে খতম দু''জন কুখ্যাত জঙ্গি, মৃত্যু সহযোগীর

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে খতম হয়েছে দু''জন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে জঙ্গিদের একজন সহযোগীর। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার গোরিপোরা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার গোরিপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভোর থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালায় জঙ্গিরা, সুরক্ষা বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দু''জন জঙ্গি। মৃত্যু হয়েছে জঙ্গিদের একজন সহযোগীর।

উল্লেখ্য, শুক্রবারই জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, চলতি বছরে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে খতম হয়েছে ৫০ জন জঙ্গি এবং লকডাউনের মধ্যেই নিকেশ হয়েছে ১৮ জন জঙ্গি। শনিবার আরও দু''জন জঙ্গির মৃত্যু পর লকডাউনের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে খতম হল ২০ জন জঙ্গি।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১১,৯৪০, মৃত্যু ২৫৩ জনের

ইসলামাবাদ, ২৫ এপ্রিল (হি.স.): সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণ নেই, বরং প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ২৫ এপ্রিল, শনিবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৯৪০-এ পৌঁছেছে। এখনও আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশেই, সেখানে সংক্রমিত ৫,০৪৬ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩,৯৪৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১,৭০৮, বালোচিস্তানে ৬৫৬, ইসলামাবাদে ২১৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩০৭, আজাদ কাশ্মীরে ৫৫।

সংক্রমণ বাড়ছে, একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫৩ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৭৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৭৩, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮৯, বালোচিস্তানে ১০, ইসলামাবাদে ৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।